নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ১৩

সেপ্টেম্বর ২০০৩

ব্র্যাক
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৩

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা ১২১২

প্রচ্ছদ : সাজেদুর রহমান

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৮৭-৮৮ (পুরাতন) ৪১ (নতুন) ব্লক-সি
টঙ্গী শিল্প এলাকা
গাজীপুর ১৭১০

২০০২-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ৯টি এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সম্প্রতি সমাপ্ত সম্মেলনের উপর একটি সহ মোট ১০টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : হাসান শরীফ আহমেদ
সদস্য : সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, কানিজ ফাতেমা, ও মু. গোলাম সাত্তার

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 2002, Number 13, September 2003. Published by BRAC, Research and Evaluation Division, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

ব্র্যাকের লক্ষ্য, দর্শন এবং ব্রত ১

সম্পাদকীয় ৫

ব্র্যাক গবেষণা সম্মেলন ২০০৩ অনুষ্ঠিত ৭

আর্থ-সামাজিক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা ১৬

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব ২২

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: ২০০১ সালের চিত্র ২৮

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন কৌশল ৩২

ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা ৪০

সালিশ এবং ব্র্যাকের পল্লীসমাজের ভূমিকা ৪৬

বাংলাদেশে মহিলাদের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং পারিবারিক নির্যাতন ৫২

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মহিলাদেরকে যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতন করতে এনজিওদের ভূমিকা ৫৬

গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, ১৯৯৯-২০০০ ৬০

© ব্র্যাক

ব্র্যাকের লক্ষ্য, দর্শন ও ব্রত

ব্র্যাকের লক্ষ্য (Goal of BRAC)

- দারিদ্র্য বিমোচন (Poverty alleviation)
- দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of the poor)
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of the women)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অতিদরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য অধিপরামর্শের ক্ষেত্রে অবদান রাখা (Contribution to national and international ultra-poor advocacy)

ব্র্যাকের দর্শন (BRAC vision)

ব্র্যাকের ভিশন হচ্ছে একটি আলোকিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে বয়স, লিঙ্গপরিচয়, ধর্ম ও জাতিসত্তা ভেদে মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকবে।

A just, enlightened, healthy and democratic Bangladesh free from hunger, poverty, environmental degradation and all forms of exploitation based on age, sex, religion and ethnicity.

ব্র্যাকের ব্রত (Mission statement of BRAC)

ব্র্যাক কাজ করছে তাদের জন্য যারা চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগব্যাধি এবং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে জীবনযাপন করে আসছে। বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্র্যাক বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জীবনমানের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চায়।

ব্র্যাক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, দরিদ্র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে মানবাধিকার, মর্যাদা এবং জেন্ডারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্র্যাক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাক যদিও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিপর্যায়ে কাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, তথাপি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য ও হতাশার আবর্ত থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্র্যাক দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নীতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নবতর পদ্ধতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্র্যাক তার কর্মসূচিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে স্থায়িত্বশীল করে তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমর্থনে এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বশীলতার প্রয়োজনে আয়বর্ধনমূলক নানা কর্মোদ্যোগের সাথেও ব্র্যাক নিজেকে জড়িত করেছে।

এ যাবৎ দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্য দিয়ে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্র্যাক অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে আসছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণী ব্র্যাক কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাক এই জনগোষ্ঠীর জীবনমান পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

উন্নয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ জন্য চাই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি। ব্র্যাক অভ্যন্তরীণভাবে তার সাংগঠনিক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একইসাথে সমাজের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সামর্থ্য ও দক্ষতা বিকাশের প্রক্রিয়ায় ব্র্যাক নিজেকে নিয়োজিত করছে।

ব্র্যাকের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ সুযোগ্য ও পেশাদার কর্মীদের অবদানই এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে। এ জন্য ব্র্যাক চায় সংগঠনের সদস্য ও কর্মীদের যোগ্যতা এবং মানবিক সম্ভাবনার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে।

ব্র্যাক তার লক্ষ্য অর্জনে দেশের জনগোষ্ঠী, সমমনা সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দেশী-বিদেশী উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়।

BRAC works with people whose lives are dominated by extreme poverty, illiteracy, disease and other handicaps. With multifaceted development interventions, BRAC strives to bring about positive change in the quality of life of the poor people of Bangladesh.

BRAC firmly believes and is actively involved in promoting human rights, dignity and gender equity through poor people's social, economic, political and human capacity building. Although the emphasis of BRAC's work is at the individual level, sustaining the work of the organization depends on an environment that permits the poor to break out of the cycle of poverty and hopelessness. To this end, BRAC endeavours to bring about change at the level of national and global policy on poverty reduction and social progress. BRAC is committed to making its programmes socially, financially and environmentally sustainable, using new methods and improved technologies. As a part of its support to the programme participants and its financial sustainability, BRAC is also involved in various income generating enterprises.

Poverty reduction programmes undertaken so far have by-passed many of the poorest. In this context one of the BRAC's main focuses is the ultra poor.

Given that development is a complex process requiring a strong dedication to learning, sharing of knowledge and being responsive to the needs of the poor, BRAC places a strong emphasis on their organizational development, simultaneously engaging itself in the process of capacity building on a national scale to accelerate societal emancipation.

The fulfilment of BRAC's mission requires the contribution of competent professionals committed to the goals and values of BRAC. BRAC, therefore, fosters the development of the human potential of the members of the organization and those they serve.

To achieve its goal, wherever necessary, BRAC welcomes partnerships with the community, like-minded organizations, governmental institutions, the private sector and development partners both at home and abroad.

 © ব্র্যাক

সম্পাদকীয়

ব্র্যাকের প্রতিটি কর্মীই নিজ নিজ কর্মসূচিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকার ফলে তার নিজস্ব কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য কর্মসূচির কথা অনেকসময় সে বেমালুম ভুলে যায়। কাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলেই এমনটি হয়। প্রত্যেক কর্মীরই উচিত ব্র্যাকের সকল কর্মসূচি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা। কারণ প্রতিটি কর্মীই ব্র্যাকের একজন প্রতিনিধি এবং বাইরের কোন লোক ব্র্যাক সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রত্যেকেরই যথাযথ উত্তর দেয়ার সামর্থ্য থাকা উচিত। এমতাবস্থায় ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা পেতে নির্যাস কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই কাজের মাঝেও সময় করে নির্যাস পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এতে উপকৃত হবেন আপনি নিজে এবং উপকৃত হবে সংস্থাও।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ মূলত ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতেই গবেষণা করে থাকে। উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর বিকাশ ও মূল্যায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্র্যাক গবেষণাকে সম্পৃক্ত করছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। তাছাড়া ব্যাপক কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় ব্র্যাককে বিভিন্ন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। আর এসকল সমস্যার উৎসমূল বের করে সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় গবেষণার। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মসূচির উপর গবেষণা ছাড়াও জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও গবেষণা করে থাকে।

বর্তমান সংখ্যাটি নির্যাসের ত্রয়োদশ খণ্ড। এ পর্যন্ত নির্যাসের ১২টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী প্রতিটি খণ্ডেই ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের উপর পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনগুলো থেকে বাছাইকৃত কিছু প্রতিবেদনের বাংলা সার-সংক্ষেপ মাঠকর্মী ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মীদের মাঝে সহজ ও সাবলীল বাংলা ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নির্যাসে যতগুলো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার শিরোনাম এ খণ্ডের শেষদিকে দেয়া আছে যেখান থেকে আপনারা প্রয়োজনীয় রিপোর্টটি

বেছে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনীয় রিপোর্টটির জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া নির্যাসের পূর্ববর্তী সকল খণ্ডই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। এ সংখ্যাটিতে ব্র্যাকের লক্ষ্য, দর্শন ও ব্রত সম্পর্কিত একটি, সম্প্রতি সমাপ্ত ব্র্যাক গবেষণা সম্মেলনের উপর একটি এবং ২০০২ সালের গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ৯টি রিপোর্টের বাংলা সার-সংক্ষেপ আরও সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ব্র্যাকের প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯৭৫ সালে ছোট্ট একটি ইউনিট হিসাবে কাজ শুরু করে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ। ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এর বিভিন্ন কর্মসূচির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের ফলে কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়। ফলে একটি পরিসংখ্যান ইউনিট হিসাবে শুরু হওয়া এ বিভাগ বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ পর্যন্ত নয় শতেরও অধিক গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। উলেৱখিত রিপোর্টগুলোর প্রায় সবগুলোই ইংরেজীতে হওয়ায় এগুলো থেকে বাছাইকৃত উলেৱখযোগ্য গবেষণার ফলাফল মাঠ কর্মীদের মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে প্রথম বাংলায় নির্যাস প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তখন থেকেই নির্যাস নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমান ১৩ তম খণ্ড পর্যন্ত মোট ২৭৮টি গবেষণা রিপোর্টের বাংলা সার-সংক্ষেপ নির্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত নির্যাস প্রায় একই আঙ্গিক এবং একই আকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। নির্যাসের বর্তমান সংখ্যাটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ও আরো আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নির্যাস প্রকাশিত হয় বলে আমরা সবসময় আপনাদের মতামত চাই। নির্যাসের বর্তমান খণ্ডটি আপনাদের কেমন লাগল তা গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগকে জানালে আমরা নির্যাসকে আরো সুন্দরভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো। এ সংখ্যাটির সর্বশেষ পৃষ্ঠায় এ উদ্দেশ্যে একটি ছোট প্রশ্নমালা সংযুক্ত করেছি। এ প্রশ্নমালাটি পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা নির্যাসকে আরো আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে পারবো।

<u>ব্র্যাক গবেষণা সম্মেলন ২০০৩ অনুষ্ঠিত</u>

সম্প্রতি সমাপ্ত কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠপর্যায়ে প্রচার

কাজী বিলাল হোসেন

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, বিকাশ এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণা সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যেই ১৯৭৫ সালে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ কাজ শুরু করে। এ বিভাগ বর্তমানে ব্র্যাকের চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহের মূল্যায়ন করে যথার্থতা বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণ করে থাকে। এমনকি যদি কোথাও দুর্বলতা থাকে তবে সেগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের দিক নির্দেশনা দিয়ে কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসূচি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ব্র্যাক কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় গবেষণা সহায়তা দেয়াই গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল কাজ

ব্র্যাকের গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং সুশীল সমাজের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দেশের সুশীল সমাজ ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত নয় বিধায় তাদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যেই এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া ব্র্যাকের প্রতিটি কর্মীই তার নিজ কর্মসূচি সম্পর্কে যতটা জানে অন্যান্য কর্মসূচি সম্পর্কে ততটা জানে না।

আশা করা হয় যে এ সম্মেলন থেকে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ নিজ নিজ কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল জানতে পারবেন, এবং একই সাথে অন্য কর্মসূচিরও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তখন ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় এবং এ ধরনের সম্মেলন নিয়মিত করারও বিশেষ অনুরোধ করেন তারা। সেই ধারাবাহিকতা থেকেই এ বছর ১৯

জুন তারিখে বগুড়া টার্কে এবং ১০ জুলাই তারিখে শ্রীমঙ্গল টার্কে দু'টি গবেষণা সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ব্র্যাকের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের জন্য। দু'টি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ১৯ জুলাই তারিখে সাভার টার্কে স্বাস্থ্য কর্মসূচির এক সভায় শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কয়েকটি নির্বাচিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনে নির্বাচিত গবেষণাসমূহের ফলাফল মাঠকর্মীদের মাঝে তুলে ধরা হয় এবং তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়

উভয় স্থলেই একই গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে ব্র্যাকের গবেষণা পরিচিতি তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে অতিদরিদ্র কর্মসূচি ও গবেষণা, শিক্ষার্থীদের জীবনে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব, ব্র্যাক স্কুলের কিশোরীদের উপর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট শরবতের প্রভাব, সংখ্যালঘুদের উপর নির্বাচনোত্তর নির্যাতন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের অবস্থা, জিকিউএএল কর্মসূচির প্রভাব, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, সালিশ ও ব্র্যাকের পল্লীসমাজের ভূমিকা এবং নবজাতকের মৃত্যু রোধে ব্র্যাকের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়।

বগুড়া সম্মেলন

ব্র্যাকের উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব আমিনুল আলম নির্যাস আরো সহজ করার পরামর্শ দেন এবং সকলকে নির্যাস পড়ার আহ্বান জানান

বগুড়া সম্মেলনের প্রধান অতিথি ব্র্যাকের উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব আমিনুল আলম গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে সম্মেলনকে কিভাবে আরো কার্যকরী এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কিভাবে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে তুলে ধরা যায় সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যেতে পারে। সম্মেলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত নির্যাসকে আরো সহজ করা এবং সকলকে নির্যাস পড়ার জন্য আহ্বান জানান।

বগুড়া সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ব্র্যাকের উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব আমিনুল আলম।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক জনাব আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসেইন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। সম্প্রতি অতিদরিদ্রদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ বিভাগের ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্নমুখী গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ তথা ব্র্যাক এখন বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি এ ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে এতে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির সমন্বয়কারী ড. সুধীর চন্দ্র সরকার বলেন এ ধরনের আয়োজনে জানার ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। গবেষণার তথ্য কর্মসূচি ভিত্তিক আঞ্চলিক অফিস থেকে বিনিময় করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির উর্ধ্বতন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব তৌফিকুর রহমানের মতে এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক, বিশ্লেষণমুখী, এবং প্রতিশ্রুতিশীল করে তোলে।

মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা কর্মসূচির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ইদ্রিস আলী মন্ডলের মতে তথ্যভিত্তিক এ সকল উপস্থাপনা তাদের জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মীরা একত্রে মিলিত হওয়ার ফলে তারা পরস্পরের কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন। বিডিপি কর্মসূচির এলাকা সমন্বয়কারী বিনয়কুমার দত্ত বলেন এ ধরনের খোলামেলা ফোরামে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের

অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে কর্মসূচির গতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। বগুড়া টার্কের চীফ ট্রেইনার ইনচার্জ বলেন এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা খোলামেলা মতামত রাখলে আয়োজন সফল হয়।

শ্রীমঙ্গল সম্মেলন

শ্রীমঙ্গল সম্মেলনের প্রধান অতিথি ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর মতে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করছেন। কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে তার ফলাফল তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে কর্মীদের জানার সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনকে ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

শ্রীমঙ্গল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী।

পরবর্তীতে তিনি ব্র্যাকের স্বচ্ছতার কথা তুলে ধরে বলেন শীঘ্রই ব্র্যাক নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিকে ব্র্যাকের ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ করবেন। ন্যায়পালের কাছে যে কোন কর্মী তার সমস্যা তুলে ধরতে পারবেন এবং তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবেন। তিনি ব্র্যাকের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন এখন থেকে ব্র্যাকের পঞ্চম শ্রেণীর কোর্স সমাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক জনাব আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসেইন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে গিয়ে বলেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গবেষণা সহায়তা প্রদান করাই এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। কর্মসূচি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে যেমন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসূচির দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি অতিদরিদ্রদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ বিভাগের ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্নমুখী গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ তথা ব্র্যাক এখন বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি এ ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে এতে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ সম্মেলনে যারা গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন প্রত্যেকেই তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলে সকলেই উপকৃত হয় এবং তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তবে একই সম্মেলনে বিভিন্ন কর্মসূচির গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করা হয় বলে সংশিষ্ট কর্মী ছাড়া অন্যরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনা।

শ্রীমঙ্গল সম্মেলনে গবেষণা ফলাফলের উপর মন্তব্য করছেন ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রধান জনাব সাব্বির আহমেদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব এম মুখলেছুর রহমান এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য ব্র্যাককে ধন্যবাদ জানান।

তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন কর্মীদের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া এ ধরনের সম্মেলন কর্মীদের সক্রিয় ও প্রতিশ্রুতিশীল করে তোলে। ব্র্যাকের বিভিন্ন ধরনের সফল কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করার এক পর্যায়ে তিনি ব্র্যাক সম্পর্কিত তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এনজিওর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্র্যাক সম্পর্কে পড়ানো হয় দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ব্র্যাক যেহেতু স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে তাই ব্র্যাকের কর্মীরা প্রচুর পরিশ্রম করার পরও তাদের স্বাস্থ্য ভাল। তিনি ব্র্যাকের কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা করেন। মৌলভীবাজারের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি বেশ ভালো বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং ব্র্যাকের কাজের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

সাভার টার্কে স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত

বগুড়া এবং শ্রীমঙ্গল সম্মেলনের পর অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সাভার টার্কে স্বাস্থ্য কর্মসূচির এক সভায় শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কয়েকটি নির্বাচিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। অসুস্থতা, পুষ্টি, যক্ষ্মা, ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কতিপয় গবেষণার ফলাফল সহজ ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরা হয়।

সভায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত স্বাস্থ্য কর্মসূচির রিজিওনাল সেক্টর স্পেশালিস্ট ও প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি উপস্থাপনের পরই আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেন। সভায় উপস্থাপিত গবেষণা ফলফলগুলো কাজে লাগিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাদের কর্মসূচিকে আরো ভালভাবে পরিচালনায় সক্ষম হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

উপস্থাপিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল

সম্মেলনে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয় সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ব্র্যাকের অতিদরিদ্র কর্মসূচির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে গবেষণার ভূমিকা। উক্ত সমীক্ষার ফলাফলে অতিদরিদ্রদের উপর উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব, গরীব হওয়ার মূল কারণ,

অতিদরিদ্ররা এনজিও থেকে কী চায়, অতিদরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের কর্মসূচি কী, অতিদরিদ্র কর্মসূচি কাদেরকে নিয়ে কাজ করে এবং অতিদরিদ্র কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

বগুড়া সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করছেন ব্র্যাকের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. সান্তনা আর হালদার।

শিক্ষার্থীদের জীবনে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব শীর্ষক এক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যারা ব্র্যাক স্কুলে লেখাপড়া করে এবং যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় একই রকম এবং যারা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও ব্র্যাক এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন এবং চর্চায় তেমন কোন তফাৎ নেই।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শুরু হওয়া যে সমস্ত ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণী শেষ করে ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ২০০২ সালে সে সমস্ত ব্র্যাক গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা শীর্ষক এক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের চেয়ে ব্র্যাক বহির্ভূত শিক্ষার্থীরা অধিক হারে স্কুলে যায় এবং ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের মাঝে ঝরে পড়ার হার বেশি। শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত গড় নম্বরের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই ব্র্যাক বহির্ভূত শিক্ষার্থীরা ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল করলেও তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বর্তমানে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে।

ব্র্যাক গ্রাজুয়েট এবং ব্র্যাক বহির্ভূত উভয় শিক্ষার্থীরাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং গণিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

নির্যাতনের তীব্রতা নিরূপণ, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা, বিশেষ করে সংখ্যালঘূদের উপর নির্যাতনের প্রকৃতি এবং কারণ খুঁজে বের করার লক্ষ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় সংখ্যালঘূরা এখন একটি এলাকা বা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং ঐ অঞ্চলগুলোতেই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার হার বেশি। জরিপে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘূ পরিবারের হার ২৩.৪%। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমান ৮৮.৩% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ১৬.৭%। ১৯৯১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে সংখ্যালঘূদের হার পূর্ববর্তী জরিপের সংখ্যার চেয়ে দিন দিন কমে যাচ্ছে।

দেশে ২৫-৩০ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক দূষণ ঝুঁকির সম্মুখীন

আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা শীর্ষক এক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। তাছাড়া প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক দূষণ ঝুঁকির সম্মুখীন। আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির বিকল্প উৎসগুলোর ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রথম পছন্দ হস্তচালিত গভীর নলকূপ, দ্বিতীয় পছন্দ শহরের মত বাড়িতে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ বা পাইপ ওয়াটার সিস্টেম এবং তৃতীয় পছন্দ বৃষ্টির পানি ধরে রাখা বা রেইন ওয়াটার হারভেস্টার।

নবজাতকের মৃত্যুরোধে ব্র্যাকের ভূমিকা শীর্ষক অন্য এক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় মা গর্ভকালীন চেক-আপ না করালে, মা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার না করলে, মায়ের মানসিক অশান্তি থাকলে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে শিশু জন্মগ্রহণ করলে, এবং নবজাতকের জন্মওজন কম হলে তার মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলোই নবজাতকের মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

জিকিউএএল কর্মসূচি বিষয়ক এক সমীক্ষায় দেখা যায় এলাকা অফিসে উক্ত কর্মসূচির প্রভাবের ফলে কর্মীদের জেন্ডার সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন কর্মীদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, মহিলা কর্মীদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, কর্মীদের দায়িত্ব সচেতনতা

এবং মহিলা কর্মীদের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা হ্রাস পেয়েছে। কর্মসূচির ফলাফলে দেখা যায় মহিলা কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ব্র্যাকের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মীদের সুস্পষ্টতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামত ব্যক্ত করেন এবং বলেন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তারা উপকৃত হয়েছেন ও প্রত্যেকেই নিজের কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য কর্মসূচি সম্পর্কেও জানতে পেরেছেন। নির্দিষ্ট সময় বিরতিতে এ ধরনের সম্মেলন যেন নিয়মিত করা হয় সে ব্যাপারে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:১৬-২১ © ব্র্যাক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা*

মো. কায়সার আলী খান

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ছেলেদের ৪১% লেখাপড়া চালিয়ে গেলেও তুলনাকারী অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের এ হার ছিল ৬৭%। একইভাবে মেয়েদের মধ্যে এ হার যথাক্রমে ৬০% ও ৭৬%।
- স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় পরীক্ষায় ভাল করেছে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উভয় দলের শিক্ষার্থীরাই গণিত এবং ইংরেজীতে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করতেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খাতে বছরে প্রায় ২,৩০০ টাকা ব্যয় করতে হয় যা উপরের শ্রেণীতে উঠার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

১৯৮৫ সালে ব্র্যাক দরিদ্র ও নিরক্ষর পরিবারের ৮-১০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ে যারা কখনো কোন স্কুলে ভর্তি হয়নি বা হলেও তৃতীয় শ্রেণী শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়েছে তাদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রথম অবস্থায় এই বিদ্যালয়গুলোর মেয়াদ ছিল তিন বছর এবং মেয়াদ শেষে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হত। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা ও মনিটরিং প্রতিবেদনে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পূর্বেই ঝরে পরে। কারণ দারিদ্র্যতার জন্য

*'Status of BRAC graduates in secondary schools: an exploratory investigation' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলল্লি হোসেন।

তাদের বাবা-মা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে পারে না এবং শিক্ষার্থীরাও নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাছাড়াও রয়েছে বাবা-মার সচেতনতার অভাব।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ব্র্যাক স্কুলের মেয়াদ চার বছরে উন্নীত করা হয় এবং এই মেয়াদে শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় যাতে ব্র্যাক স্কুল হতেই দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে। স্কুলের মেয়াদ তিন বছর থেকে চার বছরে উন্নীত করার প্রক্রিয়া হিসাবে ১৯৯৫ সালে যে স্কুলগুলো খোলা হয় বিভিন্ন অঞ্চল হতে এমন মোট ১,০০০টি স্কুল নির্বাচন করে পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মেয়াদ ১৯৯৯ সনের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হয় এবং কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের একই সেশনে (১৯৯৯ সনে) ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

ব্র্যাক স্কুলের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের শিক্ষার্থী যারা ১৯৯৯ সনে স্কুলের কোর্স শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তাদের উপর এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০০২ সনের মাঝামাঝি সময়ে এবং ঐ সময়ে ১৯৯৯ সেশনে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে থাকার কথা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের অবস্থা পর্যালোচনা করা।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

- ⇨ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের স্কুল গমন অবস্থা যাচাই করা,
- ⇨ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের সাফল্য যাচাই করা,
- ⇨ ঝরে পড়ার কারণ পর্যালোচনা করা, এবং
- ⇨ ব্র্যাক গ্রাজুয়েটরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা যাচাই করা।

১৯৯৯ সনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ৩২০ জন ব্র্যাক গ্রাজুয়েট এবং সমপরিমাণ অন্যান্য শিক্ষার্থী যারা শুরু থেকেই আনুষ্ঠানিক

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে এবং নির্বাচিত ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের সাথে একই সেশনে ও একই স্কুলে লেখাপড়া করছে তাদেরকে এই সমীক্ষার তুলনাকারী দল হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের সাফল্য যাচাই করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংগ্রহ করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ছেলেদের ৪১% লেখাপড়া চালিয়ে গেলেও তুলনাকারী অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের এ হার ছিল ৬৭%। একইভাবে মেয়েদের মধ্যে এ হার যথাক্রমে ৬০% ও ৭৬%। দেখা যায় ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের চেয়ে তুলনাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যারা ব্র্যাক স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল তাদের ১৯% অভিভাবক দিনমজুর, রিক্সা চালানো, ভ্যান চালানো, শ্রমিক ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত যা তুলনাকারী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে মাত্র ৭%। তাছাড়া তুলনাকারী দলের অভিভাবকদের চেয়ে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের মা-বাবার শিক্ষা অনেক কম এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ খারাপ।

মাধ্যমিক স্তরে সংশিষ্ট স্কুলগুলো থেকে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটরা সব বিষয়ে গড়ে ৪১.৩% নম্বর পেয়েছে এবং তুলনাকারী শিক্ষার্থীরা পেয়েছে গড়ে ৪৩.৩% নম্বর। প্রত্যেক শ্রেণীতেই ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পেয়েছে, তবে তা খুব বেশি নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের গড় নম্বর বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্র্যাক গ্রাজুয়েটরা অংক এবং ইংরেজীতে তুলনাকারী দলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে খারাপ করেছে। উভয় দলের ক্ষেত্রেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি নম্বর পেলেও তা উলেখযোগ্য নয়।

স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অসচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় পরীক্ষায় ভাল করেছে। তাছাড়া মেয়েরা বিনা বেতন সহ সরকারের উপবৃত্তির

আওতায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় তাদের ফলাফল ছেলেদের চেয়ে ভাল। পক্ষান্তরে ছেলেদেরকে স্কুলের বেতনের সাথে অন্যান্য খরচও বহন করতে হয়। সমীক্ষায় আরও দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পড়ালেখায় বেশি সময় ব্যয় করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের ফলাফল খারাপ করার কারণ হিসেবে কর্মসূচি সংশিষ্ট কর্মীরা উলেখ করেন স্কুলগুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী চালু করায় শিক্ষার্থীদেরকে মাধ্যমিক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির উপযোগী করে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল কম এবং তাদেরকে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী পড়ানোর মত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া যে সমস্ত ব্র্যাক স্কুল ১৯৯৯ সনের মার্চ মাসে শেষ হবার কথা ছিল শিক্ষার্থীদের একই সেশনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য পূর্ণ মেয়াদ শেষ হবার আগেই স্কুলের কোর্স সমাপ্ত করা হয়। তাছাড়া চার বছরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ফলে শিক্ষকরা সময় কম পাওয়া, আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষণ-শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবেশ এবং পাঠক্রমের ভিন্নতার ফলেই তারা পরীক্ষায় খারাপ করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উভয় দলের শিক্ষার্থীরাই গণিত এবং ইংরেজীতে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীরা উক্ত বিষয়গুলোর বাড়ির কাজ অন্যের সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করতে পারে না। বিশেষ করে যে সকল শিক্ষার্থীরা দরিদ্র পরিবারের এবং যে সকল পরিবারে শিক্ষার হার কম সেসকল পরিবারের সদস্যরাই গণিত ও ইংরেজী বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রচলিত শিক্ষণ-শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া এ ধরনের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে খুব একটা ফলপ্রসূ নয়।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মতে ব্র্যাক থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে ইংরেজী ও গণিতে শিক্ষা দেয়া বেশ কঠিন। তবে তারা এটাও বলেন যে পরবর্তীতে (২০০১-২০০২) যারা ভর্তি হয়েছে তারা আগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভাল করছে। ব্র্যাক কর্মীদের অনেকে আশা করেন তারা শীঘ্রই এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

ব্র্যাক গ্রাজুয়েট ও ব্র্যাক বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ প্রায় একই ধরনের হলেও ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কারণের ভিন্নতা রয়েছে। ব্র্যাক স্কুলের কোর্স সমাপ্ত ছেলেদের প্রায় অর্ধেক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। অন্যদিকে ব্র্যাক বহির্ভূত ছেলেদের ৩৮.৫% স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ না থাকা, ৩৩.৩% আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে জড়িত হওয়া এবং ২৮.২% আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। আবার মেয়েদের মধ্যে ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের ৪৭% এবং অন্যান্যদের ৭০% এরও অধিক বিবাহের কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষণ-শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে না পারার ফলেও ব্র্যাক স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এক হিসাবে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ করতেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খাতে বছরে প্রায় ২,৩০০ টাকা ব্যয় করতে হয় যা উপরের শ্রেণীতে উঠার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। মেয়েদেরকে উপবৃত্তি দেয়া হলেও তা বছরে দুই কিস্তিতে দেয়া হয়, যদিও অভিভাবকদেরকে বছরের শুরুতেই একটি বড় অংকের টাকা সেশন ফি, ভর্তি ফি, বই কেনা ও স্কুল ড্রেস বাবদ ব্যয় করতে হয়, যা ব্যবস্থা করা অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না।

সুপারিশমালা

ব্র্যাক কর্তৃপক্ষের জন্য

- ব্র্যাক স্কুলগুলোতে কমপক্ষে এস এস সি পাশ শিক্ষিক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা যেতে পারে, যাতে তারা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতে পারে,
- অতি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদেরকে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া যেতে পারে,
- ব্র্যাক গ্রাজুয়েটরা যাতে বাড়ীর কাজে সহযোগিতা পেতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে,
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা দেয়া যেতে পারে, এবং
- ব্র্যাক স্কুল সমূহের পাঠক্রমের উপর নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন।

সুপারিশমালা

মাধ্যমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকারের জন্য

- মাধ্যমিক স্কুলসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার,
- মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের আরও নিবিড় প্রশিক্ষণ ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন, এবং
- স্কুলগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

© ব্র্যাক

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব*

মো. আলতাফ হোসেন, সমীর রঞ্জন নাথ ও আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

- *টিকা গ্রহণের* ক্ষেত্রে যারা ব্র্যাক স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা, যারা কখনো স্কুলে যায়নি এবং যারা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছে, তাদের চেয়ে বেশি সচেতন।
- *পানি বিশুদ্ধিকরণ* প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে যারা ব্র্যাক অথবা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা বেশি অবগত।
- ব্র্যাক ও সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা ৫০% শিক্ষার্থী *ভোট প্রদানের সঠিক বয়স* এবং এক-চতুর্থাংশের কম শিক্ষার্থী *রাষ্ট্রপতির নাম* বলতে পেরেছে। স্কুলে না যাওয়া উত্তরদাতাদের এ বিষয়ে জ্ঞান অনেক কম। অন্যদিকে ৯০% এর বেশি ব্র্যাক ও সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী প্রধান মন্ত্রীর নাম বলতে পারলেও যারা স্কুলে যায়নি তাদের ৭৬% এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পেরেছে।
- উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের চেয়ে আনুষ্ঠানিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে এমন অধিক সংখ্যক মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। তবে এরা উভয়েই যারা কোনদিন স্কুলে যায়নি এমন মায়েদের তুলনায় অধিক হারে সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন।
- যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের বিয়ের বয়স বেশি ছিল। তবে এক্ষেত্রে সরকারি স্কুল এবং ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের বিয়ের বয়সে তেমন কোন তফাৎ নেই।

১৯৮৫ সাল থেকে ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উক্ত কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলছে তা জানার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

---

*'Socioeconomic impact of BRAC schools' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলক্ষি হোসেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন-এ দুটি উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে। বর্তমানে প্রায় ৩৪,০০০ ব্র্যাক স্কুলে ১১ লক্ষ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। যারা দারিদ্র্যের কারণে কখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও ঝরে পড়েছে তাদের জন্যই ব্র্যাকের এ উদ্যোগ। আশা করা হয়েছে শিক্ষার হার এবং জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

ব্র্যাকের বিস্তৃত শিক্ষা কর্মসূচি দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলছে কিনা তা জানার জন্যই এ সমীক্ষাটি চালানো হয়। যারা কয়েক বছর পূর্বে ব্র্যাক স্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে এমন ৮১২ জন, তুলনীয় সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা ৮০৩ জন এবং যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি এমন ৭৯৭ জন সহ মোট ২,৪১২ জনের কাছ থেকে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সামাজিক প্রভাব

বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক শিশুকে টিকা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, যারা কখনো স্কুলে যায়নি বা যারা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছে তাদের চেয়ে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে বেশি অবগত ও সচেতন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি অবগত এবং যারা অবগত তাদের সন্তানদের টিকা প্রদানের হার অন্যান্যদের চেয়ে বেশি।

জীবনদক্ষতামূলক জ্ঞান

দেখা যায় যে, ব্র্যাক স্কুলে কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের ৯৪.৮%, সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা ৯৪.১% এবং যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের ৭৭.২% পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অবগত।

রাতকানা রোগ থেকে কিভাবে বাঁচা যায় এ ব্যাপারে উল্লিখিত প্রতিটি গ্রুপের লোকজনই কম জানে (১০% এর নিচে)। যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে যারা স্কুলে লেখাপড়া করেছে এমন ছেলেমেয়েরা এইডস এবং আর্সেনিকের ব্যাপারে বেশি সচেতন। তবে এইডসের ব্যাপারে ব্র্যাক স্কুলের কোর্স সমাপ্ত

শিক্ষার্থীদের চেয়ে সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা বেশি সচেতন। সকল ক্ষেত্রেই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের এ সংক্রান্ত জ্ঞান বেশি ছিল।

রাজনৈতিক সচেতনতা

ব্র্যাক স্কুলের কোর্স সমাপ্ত এবং সরকারি স্কুল পাশ করা মাত্র ৫০% শিক্ষার্থী ভোট প্রদানের সঠিক বয়স বলতে পেরেছে। তবে রাষ্ট্রপতির নাম বলতে পেরেছে এক-চতুর্থাংশেরও কম। এ ব্যাপারে সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীরা কম অবগত ছিল। তবে দেখা গেছে উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি বা ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষার্থীরা কখনো স্কুলে না যাওয়া উত্তরদাতাদের চাইতে বেশি সচেতন ছিল। ব্র্যাক ও সরকারি প্রাথমিক স্কুলের কোর্স সমাপ্ত শিক্ষার্থীদের শতকরা ৯০ জন প্রধান মন্ত্রীর নাম বলতে পারলেও যারা কখনো স্কুলে যায়নি এমন মাত্র ৭৬% উত্তরদাতা এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পেরেছে।

স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা এবং যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি এমন মায়েদের চেয়ে যে মায়েরা ব্র্যাক স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা বেশি হারে গর্ভাবস্থায় ধনুষ্টংকারের টিকা নিয়েছে। ব্র্যাক বা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করা মায়েরা, যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। এটাও দেখা গেছে, সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করা মায়েরা ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা মায়েদের চেয়ে বেশি হারে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। কিন্তু ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা মায়েরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হারে সরকারি বা এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী ও সেবা গ্রহণ করে থাকে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী পরিবারগুলোতে অসুস্থতার হার অন্যান্যদের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। তবে অসুস্থতার হার পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে উলেখ্যযোগ্য হারে বেশি ছিল।

সামাজিক অবস্থা

যারা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থী বা স্কুলে না যাওয়া উত্তরদাতাদের চেয়ে সামাজিকভাবে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

শিশুদের শিক্ষা

যে সকল মায়েরা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা তাদের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ৭১.১% সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা ৬৩% মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায়, যা কখনো স্কুলে যায়নি এমন মায়েদের তুলনায় অনেক বেশি। মহিলারা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর চেয়ে সরকারি বা উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে পাঠাতেই বেশি আগ্রহী। উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়া পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের খুবই কম অংশ তাদের সন্তানদের ধর্মীয় স্কুলে পাঠান।

মহিলাদের জীবনে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ মহিলাই আয়বৃদ্ধিমূলক তেমন কোন কাজে জড়িত নয়। তবে যারা উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হারে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে জড়িত। এত স্বল্প সময়ে মহিলাদের আয়ের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের শিক্ষা তেমন কোন প্রভাব ফেলবে এটা আশা করা যায় না। তিন দলের মাসিক গড় আয় ছিল ৬০৩ টাকা থেকে ৭০৭ টাকার মধ্যে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের শিক্ষার্থীদের আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের আয় তাদের বয়স বাড়ার সাথে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

আরও দেখা যায় যারা কখনো কোন স্কুলে লেখাপড়া করেনি এদের ৬৬.৭% তাদের নিজস্ব আয় ব্যয় করার ব্যাপারে স্বাধীন। অন্যদিকে ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা ৬১.২% এবং সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা ৫০% মহিলার তাদের নিজস্ব আয় ইচ্ছামত ব্যয় করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। সঞ্চয়ের গড় পরিমাণ ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের ৯৬৪ টাকা, সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা

শিক্ষার্থীদের ১,৫৮০ টাকা এবং যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের ৫৯৯ টাকা ছিল।

যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের বিয়ের বয়স বেশি ছিল। তবে এক্ষেত্রে সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা এবং ব্র্যাক স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের বিয়ের বয়সে তেমন কোন তফাৎ নেই।

অর্থনৈতিক প্রভাব

অংশগ্রহণকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যারা কখনো কোন স্কুলে লেখাপড়া করেনি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যারা ব্র্যাক বা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছে তাদের চেয়ে খারাপ। তবে এ ব্যাপারে পুরুষ বা মহিলা পরিবার প্রধানের ক্ষেত্রে তেমন কোন তফাৎ নেই। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের গড় অবদান ৮,৮৭৫ টাকা, সরকারি স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের গড় অবদান ৪,২৫০ টাকা এবং যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের গড় অবদান ছিল ৭,৭৬৪ টাকা। যারা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছে তাদের বাড়ি তৈরি বা মেরামতের খরচ অন্যান্যদের চেয়ে বেশি ছিল।

অধিকাংশ পরিবারই প্রাতিষ্ঠানিক কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে যারা কোন স্কুলে লেখাপড়া করেনি তাদের কেউ কেউ মহাজনদের কাছ থেকেও ঋণ নিয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদের ৪০% এরও কিছু বেশি তাদের গৃহীত ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে। তবে যারা কোন না কোন স্কুলে লেখাপড়া করেছে তারা যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের তুলনায় গৃহীত ঋণ তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে ।

ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান ও আয়

প্রত্যেক দলেরই প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা কোন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে জড়িত নয়। যারা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করেছে তাদের মাসিক গড় আয় ছিল ১,৯০০ টাকা। অন্যদিকে ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের গড় মাসিক আয় ছিল ১,৬৮৯ টাকা এবং যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি তাদের মাসিক গড় আয় ছিল ১,৫৩২ টাকা।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার যে যারা কখনো কোন স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে যারা স্কুলে লেখাপড়া করেছে তাদের গড় আয় কিছুটা বেশি।

গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, যারা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করেছে তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ব্র্যাক গ্রাজুয়েট বা যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের চেয়ে স্বচ্ছল। ব্র্যাক গ্রাজুয়েট এবং যারা স্কুলে যায়নি তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ব্র্যাক ও সরকারি উভয় স্কুল গ্রাজুয়েটদের আর্থ-সামাজিক ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক অর্জন প্রায় একই রকম। ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যারা কখনো স্কুলে যায়নি তাদের মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ অর্জন সরকারি স্কুল গ্রাজুয়েটদের প্রায় সমান হওয়াটা ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির একটি ইতিবাচক প্রভাব হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। তবে তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব দেখার জন্য আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:২৮-৩১

© ব্র্যাক

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: ২০০১ সালের চিত্র*

আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, সমীর রঞ্জন নাথ, রাশেদা কে. চৌধুরী ও মনজুর আহমেদ

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব সীমাহীন। এ গুরুত্বকে সামনে রেখেই সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও নিয়মিত মূল্যায়নের লক্ষ্যে সমাজ সচেতন কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে *এডুকেশন ওয়াচ* প্রকল্পের যাত্রা শুরু। *এডুকেশন ওয়াচ*-এর তৃতীয় গবেষণায় শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা ও শিক্ষায় অর্থায়নের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়। এ ছাড়াও এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

দেশব্যাপী ২০০১ সালের জরিপে দেখা গেছে, আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার অন্যান্যদের তুলনায় কম। যারা ভর্তি হয়নি তাদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে আসা অথবা কখনো লেখাপড়া করেনি এমন মা-বাবার সন্তান।

বাংলাদেশে এখনো এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের এক পঞ্চমাংশেরও কম সংখ্যক ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়

বাংলাদেশে এখনো এমন গ্রাম রয়েছে যেখানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের এক পঞ্চমাংশেরও কম সংখ্যক ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

*'Education Watch 2001: renewed hope daunting challenges' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)।

তাছাড়া প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছেলে-মেয়েদের তিন-চতুর্থাংশ পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করে, বাকি এক-চতুর্থাংশ এর আগেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। যারা পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করে তাদের এক-তৃতীয়াংশের গড়ে সময় লাগে ৬.৬ বছর, যদিও তাদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট সময়েই সমাপ্ত করে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে গড় উপস্থিতি ৬১%। প্রতি ৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে একজন শিক্ষক রয়েছেন এবং এদের প্রায় ৪০% মেয়ে। শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সরকারি বিদ্যালয়ে (৭০ জন), আর সবচেয়ে কম মাদ্রাসায় (২৮ জন)। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে প্রতি ৩১ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক ।

জরিপে আরও দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের গ্রস হার ১০৮, অর্থাৎ ৬-১০ বছর বয়সী প্রতি ১০০ জন শিশুর বিপরীতে বিভিন্ন বয়সের মোট ১০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত আছে। পক্ষান্তরে স্কুলে গমনের নীট হার ৮০%, অর্থাৎ ৬-১০ বছর বয়সী প্রতি ১০০ জন ছেলে-মেয়ের মধ্যে ৮০ জন বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে। যদিও ৬-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশই আসে এই বয়সসীমার বাইরে থেকে। আরও দেখা গেছে, শতকরা ষাট ভাগেরও বেশি শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং অন্যরা সাধারণত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন এবং কমিউনিটি স্কুলে পড়াশুনা করে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও ৯০% শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন না কোন খাতে অর্থ ব্যয় করতে হয়

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক দাবী করা হলেও দেখা গেছে যে, প্রায় ৯০% শিক্ষার্থীকে মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি, স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের চাঁদা, শিক্ষা উপকরণ কেনা এবং গৃহশিক্ষকের বেতন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, শিক্ষাবছরের প্রথম নয় মাসে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যক্তিখাতে ৭৩৬ টাকা খরচ হয়। শিক্ষার্থীদের উপরের শ্রেণীতে উঠার সাথে সাথে শিক্ষায় অর্থ ব্যয়ের ধরন পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পরিমাণও বাড়তে থাকে। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে (গড়ে যথাক্রমে ৫২৪ টাকা ও ২,১৮১ টাকা)। তবে এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এমন শিক্ষার্থীদেরই সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় (৫,৭১১ টাকা), অন্যদিকে উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিখাতে খরচ সবচেয়ে কম (২৯০ টাকা)।

গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষাদানকারী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়ের উৎসগুলো হচ্ছে সরকারি বরাদ্দ, উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান, শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি, কোন কিছু ভাড়া দেয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করা ইত্যাদি। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানকেই সাধারণত শিক্ষকদের বেতন এবং শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। সরকারি বিদ্যালয়ের মোট খরচের ৯৪.৬% ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন ও ভাতাদি প্রদানে। এই হার বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৮৭.৪%, মাদ্রাসায় ৯৩.৩% আর উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৫১%। তাছাড়া উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট খরচের ৩২% ব্যয় হয় শিক্ষার্থীদের জন্য খাতা, কলম ও পেন্সিল ইত্যাদি ক্রয় করার ক্ষেত্রে।

সরকারি হিসাবে সাক্ষরতার হার ৬৬% হলেও এ সমীক্ষায় সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার পাওয়া গেছে ৩৯% এবং ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার ৪১.৬%

এ গবেষণায় দেখা যায়, সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৯% এবং ১৫ ও তার বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪১.৬%। সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা এবং শহরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর তুলনায় গ্রামাঞ্চলের জনগণ বেশ পিছিয়ে আছে। শহর এলাকার বস্তিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেক কম। সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে আর সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগে। তরুণরা সাক্ষরতা অর্জনে মধ্যবয়সী কিংবা তার বেশি বয়সীদের তুলনায় বেশ এগিয়ে রয়েছেন (১৫-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার ৬০%)। সরকার গত দশকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি নিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে বিদ্যালয়ে গমনের হার বৃদ্ধির এটি একটি কারণ হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত সাক্ষরতার হারের সঙ্গে সরকার কতৃক দাবীকৃত হারের পার্থক্য বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০১-এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এবং সেনেগালে অনুষ্ঠিত 'ডাকার সম্মেলনের' আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হচ্ছে।

- 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত টেকসই ও সুসমন্বিত 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষার উন্নয়নকল্পে কৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ-এ সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা অবহেলিত তাদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
- এইচআইভি/এইড্স বিস্তার প্রতিরোধকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষার মান অর্জনে সকলের জন্য সহায়ক, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও সুসমন্বিত পরিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষকের মর্যাদা, মনোবল ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক নতুন তথ্য ও যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
- 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য ও কৌশল অর্জনের গতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।
- 'সবার জন্য শিক্ষা'র অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতি আরও জোরদার করতে হবে।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:৩২-৩৯ © ব্র্যাক

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন কৌশল*

সমীর রঞ্জন নাথ

- **প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মোট খরচের অর্ধেকই তাদের পিতা-মাতা বহন করে।**
- **প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী দুই-শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী সরকার নির্ধারিত সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করে।**
- **দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত তত্ত্বাবধানই ফলপ্রসূভাবে ব্র্যাক স্কুল পরিচালনার প্রধান কৌশল।**

সকল শিক্ষা ব্যবস্থায়ই Evaluation ও Assessment-কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দু'টি শব্দেরই বাংলা অর্থ যদিও মূল্যায়ন তবুও ইংরেজীতে Assessment ও Evaluation শব্দ দু'টি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Assessment এবং শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Evaluation শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কোথাও ধারাবাহিক মূল্যায়ন আবার কোথাও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মতই শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন সনদপত্র প্রদান, পদোন্নতি, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তাদেরকে জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা হয়। কখনো শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপ করে, কখনো শিক্ষকদের অবস্থান দেখে, আবার কখনো বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যালয় মূল্যায়ন করা হয়।

*'School evaluation mechanism in BRAC education programme' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলকিস হোসেন।

নীতি নির্ধারকদের কাছে শিক্ষার মান একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিন দিন শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেক দেশই সত্তরের দশক থেকেই স্কুল পরিদর্শনের আমূল পরিবর্তন করেছে এবং অন্য দেশগুলোও পুনর্গঠন করেছে। অনেক গবেষণায়ই বিদ্যালয় মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে বিদ্যালয়ের মানের নিবিড় সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষার মানের তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে এগার ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোতে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদেরকে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ৮০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং এদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করে। বিগত ১০-১৫ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ ৬-১০ বছর বয়সসীমার বাইরে থেকে ভর্তি হয়।

শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ভর্তি হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়েও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই পরিচালনা করে ব্র্যাক। তাত্ত্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মোট খরচের অর্ধেকই তাদের পিতামাতা বহন করে। অন্যদিকে শিক্ষার মানও হতাশাজনক। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী দুই-শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী সরকার নির্ধারিত সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করে। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জন অন্যদের চেয়ে ভাল।

কোন ধরনের বিদ্যালয়েরই প্রতি বছর মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রতি দুই বছর পরপর সরকারি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে মূল্যায়ন করে থাকে। এসব বিদ্যালয়গুলোকে নির্দিষ্ট

কাঠামো অনুযায়ী আদর্শায়িত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়। বিদ্যালয়গুলোকে এ, বি, সি ও ডি এই চারভাগে ভাগ করা হয়। দশটি সূচকের উপর ভিত্তি করে স্কুলগুলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো হল: শিক্ষার্থী ভর্তি, উপস্থিতির হার, ঝরে পড়ার হার, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা, বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকদের উপস্থিতি ও নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সভা, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এবং নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এই মূল্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু, এই মূল্যায়নের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না।

এই প্রতিবেদনে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু সুপারিশও করা হয়েছে। নথিপত্র বিশ্লেষণ করে এবং মাঠ পর্যায়ের ও প্রধান কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে এই প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা। ঋণদান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্র্যাকের প্রধান কর্মসূচি। মহিলা ও মেয়ে শিশুরা বাংলাদেশের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। ফলে ব্র্যাকের অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষিত জনগোষ্ঠী তারাই।

ব্র্যাক শিক্ষাকে সামাজিক গতিশীলতার অন্যতম উপাদান হিসাবে মনে করে। এই উদ্দেশ্যে ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। যে সকল শিশুরা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়েছে তাদের শিক্ষার জন্য ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে। ব্র্যাকের দুই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি ৮-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য চার বছর মেয়াদী উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অন্যটি ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য তিন বছর মেয়াদী মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম। উভয় ধরনের স্কুলেই প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। সরকার নির্ধারিত জাতীয় প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে ব্র্যাক তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা

করে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ব্র্যাক রচিত বইগুলো পড়ানো হলেও চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত বই অনুসরণ করে পাঠদান করা হয়।

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা U আকৃতিতে বসে পাঠ গ্রহণ করছে।

স্কুল বলতে আমাদের চোখের সামনে সাধারণভাবে যে দৃশ্য ভেসে উঠে ব্র্যাক স্কুল মোটেই সেরকম নয়। প্রায় ৩৩৬ বর্গফুট আয়তনের একটি ঘরে ৩৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একজন শিক্ষক কর্তৃক স্কুলটি পরিচালিত হয়। ব্র্যাকের অধিকাংশ স্কুলই মহিলা শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত এবং শিক্ষার্থীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মেয়ে। ব্র্যাক স্কুলে কোন বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া না হলেও নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করা হয়। বর্তমানে ব্র্যাক সারাদেশে প্রায় ৩৪,০০০ উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল পরিচালনা করছে।

শিক্ষার্থীরা ছোটদলে গোল হয়ে বসে তাদের দৈনন্দিন পাঠ গ্রহণ করছে।

দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত তত্ত্বাবধানই ফলপ্রসূভাবে ব্র্যাক স্কুল পরিচালনার প্রধান কৌশল। প্রধানত ফিল্ড অপারেশন ইউনিট, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ইউনিট ও মনিটরিং ইউনিটের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। ব্র্যাকের এ ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কোন সাধারণ নীতিমালা নেই। কেন্দ্রীয়ভাবে শুধুমাত্র কোন স্কুলগুলো ভাল এবং কোনগুলো ভাল নয় এ তথ্যগুলোই রাখা হয়। কর্মসূচি সংগঠকগণ তাদের তত্ত্বাবধানকৃত স্কুলগুলো পাক্ষিকভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। তারা স্কুলের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া এবং স্কুলের অন্যান্য সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি স্কুল সপ্তাহে একবার পরিদর্শন করেন এবং স্কুলগুলো প্রতি ১৫ দিনে একবার মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নের রিপোর্টটি টিম-ইনচার্জ ও কোয়ালিটি ম্যানেজারকে প্রদান করা হয়। তারা প্রত্যেক কর্মসূচি সংগঠককে মূল্যায়ন রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য পরামর্শ দেন। কর্মসূচি সংগঠকরা শ্রেণীতে শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার মান এবং স্কুলের অবকাঠামোগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্কুলের মূল্যায়ন করে থাকেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভৌত পরিবেশ ইত্যাদিও বিবেচনা করা হয়।

প্রত্যেক শিক্ষক নিয়মিতভাবে স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি রেকর্ড করে থাকেন। কর্মসূচি সংগঠক যেদিন স্কুল পরিদর্শন করেন সেদিন তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা গুণে উপস্থিতির তথ্য যাচাই করেন। প্রতি স্কুলের হাজিরা খাতা থেকে রেকর্ড সংগ্রহ করে সেগুলোর গড় করে কর্মসূচি সংগঠকরা স্কুলগুলোকে এ, বি ও সি-এ তিন ভাগে ভাগ করেন। শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি যদি ৯৩% বা তার বেশি হয় তাহলে স্কুলটি 'এ', যদি গড় উপস্থিতি ৮৫-৯২% হয় তাহলে তা 'বি' এবং গড় উপস্থিতি যদি ৮৫% এর নিচে হয় তাহলে তা 'সি' গ্রেডে শ্রেণীভূক্ত করা হয়। কর্মসূচি সংগঠকরা স্কুল তত্ত্বাবধানের সময়, স্কুলের মান নির্ধারণের জন্য শিক্ষার্থীদের অর্জন কেমন তা যাচাই করে থাকেন। তারা শিক্ষার্থী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ২/৩টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তা জিজ্ঞেস করেন। তবে কর্মসূচি সংগঠক ভেদে এমনকি স্কুল ভেদেও এ প্রশ্নপত্রের ভিন্নতা রয়েছে। শিক্ষার্থী হাজিরার মত শিক্ষার্থীর লেখাপড়া অর্জনের ক্ষেত্রেও তিনটি বিভাজন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। কর্মসূচি সংগঠক শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যে মূল্যায়ন করে থাকেন মূলতঃ তার ভিত্তিতেই স্কুলের গ্রেডিং করা হয়ে থাকে। স্কুল ঘরের অবস্থা, শ্রেণীকক্ষের

সাজসজ্জা, শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান, এবং শ্রেণীকক্ষের ভিতরের ও বাইরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তি করে স্কুলের অবকাঠামোগত মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কর্মসূচি সংগঠকগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগুলো যাচাই করে থাকেন। এক্ষেত্রেও কর্মসূচি সংগঠকরা পূর্বের ন্যায় স্কুলগুলোকে তাদের নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্কুলের অবকাঠামোগত অবস্থাকেও তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন।

প্রাথমিকভাবে কর্মসূচি সংগঠকরা তাদের যাচাইকৃত তথ্য ডাইরীতে রেকর্ড করেন এবং পরবর্তীতে তা তাদের পাক্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে প্রত্যেক কর্মসূচি সংগঠক তার পরিদর্শনকৃত সমস্ত স্কুলগুলোকে পরিদর্শন করে সেগুলোকে এ, বি এবং সি এর যে কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ব্র্যাক স্কুলের মূল্যায়নে উপকরণের তেমন কোন প্রয়োজন না হলেও মূল্যায়নের পদ্ধতিতে বেশ সমস্যা রয়েছে। শুধুমাত্র তিনটি নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে স্কুলের মূল্যায়ন করা হয় বলে স্কুলের মান উন্নয়নে এ মূল্যায়ন তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারে না।

বর্তমান প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির মূল সমস্যাগুলো হলো

- শিক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোন মানসম্মত পরীক্ষা নেয়া হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মীদের প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তু ও ধরন একরকম নয়।
- কর্মসূচি সংগঠকরা পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষিত নন। ফলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- এক এক পক্ষে প্রশ্নপত্রের ধরন এক এক রকম হওয়ায় স্কুলের গ্রেডিংও বিভিন্ন রকম হয়। ফলে স্কুলের সঠিক মান নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- স্কুলের অবকাঠামোগত গ্রেডিং সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কর্মীর মানসিকতা বা পছন্দের উপর।
- শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অর্জনের উপরই প্রধানত স্কুলের গ্রেডিং নির্ভর করায় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া শুধুমাত্র লেখাপড়া অর্জনের উপর ভিত্তি করে স্কুলের গ্রেডিং করাও ঠিক নয়।
- মূল্যায়নের সমস্ত প্রক্রিয়াটিই নিয়ন্ত্রণ করে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষ এবং এক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক বা কমিউনিটির কোন সম্পৃক্ততা নেই।

- মূল্যায়নের প্রতিবেদন জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় না। ফলে অভিভাবক এবং কমিউনিটির লোকজন স্কুলের মান সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না।
- উক্ত পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ফলে স্কুলের সার্বিক অবস্থার চিত্র পাওয়া কঠিন এবং এতে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মান সম্পন্ন নির্দেশনা নেই।

ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠক, টিম-ইনচার্জ এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সাথে বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যাপারে আলাপ করলে তারা মূল্যায়নের ফলাফলের সাধারণীকরণের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্রধান কার্যালয় থেকে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় অঞ্চলভেদে এ মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি তারা সকলেই এ পদ্ধতির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হয়

- স্কুলের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিউনিটি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাছাড়া স্কুলের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকের উপস্থাপন দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদানেরই সঠিক মান নির্ধারণ করা দরকার।
- শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দেবার জন্যে প্রত্যেক মূল্যায়নের সময় প্রতি বিষয়ই যাচাই করা উচিত। এক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে মানসম্পন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।
- পাক্ষিক ভিত্তিতে এত ঘন ঘন মূল্যায়ন হলে তা ফলপ্রসূ হয় না বরং এতে স্কুল পরিদর্শন ও লেখাপড়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর পরিবর্তে মানসম্মতভাবে ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সার্বিকভাবে মূল্যায়নের দায়িত্ব কর্মসূচি সংগঠকের উপর না রেখে টীম-ইনচার্জের উপর রাখা উচিত।

- গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ একত্রে মিলে একটি সঠিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
- মূল্যায়নের ফলাফল অভিভাবক ও এলাকার লোকজনকে জানানো উচিত। তাছাড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সভা এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনা হওয়া উচিত।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:৪০-৪৫

© ব্র্যাক

ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা*

ইমরান মতিন ও আমিনুল আলম

অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ উলেøখযোগ্য। তবে আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্রদের সবার অবস্থা সমান নয়। তাই তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উপযোগী উন্নয়ন কৌশলও বিভিন্ন রকম হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন পর্যায়ের দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম রয়েছে। শুধু তাই নয়, দরিদ্রদের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মধ্যে সুপরিকল্পিত যোগসূত্র রয়েছে। গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে প্রচলিত ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের সমস্যা সমাধান করা বেশ কঠিন।

দুঃস্থদের জন্য IGVGD থেকে CFPR/TUP

১৯৮৫ সালে ব্র্যাক দুঃস্থ মহিলাদের মূলধারার উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সাথে যৌথভাবে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ব্র্যাক তাদেরকে সংগঠিত করে সঞ্চয়মুখী করে তোলে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায়ও আনা হয়। এসময় অতিদরিদ্র মহিলাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা আসে, তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে তারা যেন তাদের প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এ ধরণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ফলে নির্দিষ্ট সময় পর খাদ্য সহায়তা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের

*'BRAC's microfinance canvass: financial services and strategic linkages' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলাল্লে হোসেন।

একটি শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠে। বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যারা ভিজিডি কার্ড পায় তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ খাদ্য সহায়তা শেষ হওয়ার পর ব্র্যাকের মূলধারার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলে আসে এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি তাদের আয় করার একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মহিলাই ঋণ কর্মসূচির আওতায় এসে লাভবান হলেও অনেকেই এর আওতার বাইরে থেকে যায়। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উপজেলা প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে নিজেদের দুঃস্থদের নির্বাচন করে। আরও দেখা যায় যে কার্ডধারী মহিলারা খাদ্য সহায়তা হিসাবে যা পাওয়ার কথা তার পুরোটা তারা পায় না, কারণ একটি কার্ডে তারা যে খাদ্য সহায়তা পাওয়ার কথা তা ২/৩ জনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। অনেক সময় টাকার বিনিময়ে ভিজিডি কার্ড কিনতে হয়, যার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ডিলারদের নিকট ভিজিডি কার্ড পূর্বেই বিক্রি করে দিতে হয়। এমতাবস্থায় ব্র্যাক এমন একটি কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যেখানে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় একটি নিয়ন্ত্রণ রেখে অতিদরিদ্রদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

আইজিভিজিডি কর্মসূচি থেকে ঋণ কর্মসূচিত উত্তরণের পর ঋণ নিয়ে সদস্যরা তাদের কিস্তি ফেরত দিচ্ছেন।

ব্র্যাক ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে অতিদরিদ্র দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এক কর্মসূচি গ্রহণ করে যা Challenging the Frontiers of Poverty Reduction-Targeting the Ultra Poor (সংক্ষেপে CFPR-TUP) নামে পরিচিত। মূল চিন্তার দিক থেকে দুঃস্থদের জন্য আইজিভিজিডি কর্মসূচির সাথে এ কর্মসূচির মিল থাকলেও নতুন এ কর্মসূচির

কার্যক্রম ভিন্ন। এ কর্মসূচিতে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে অতি দরিদ্র নির্বাচন করে সম্পদ গঠনে সহায়তার জন্য বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৭টি জেলার ১০,০০০ অতিদরিদ্র পরিবারে এই কর্মসূচি চলছে। ২০০২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ৭০,০০০ অতিদরিদ্র পরিবার এ কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

দারিদ্র্যের স্তর এবং ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিকে নিম্নোক্ত ছকে দেখানো যেতে পারে

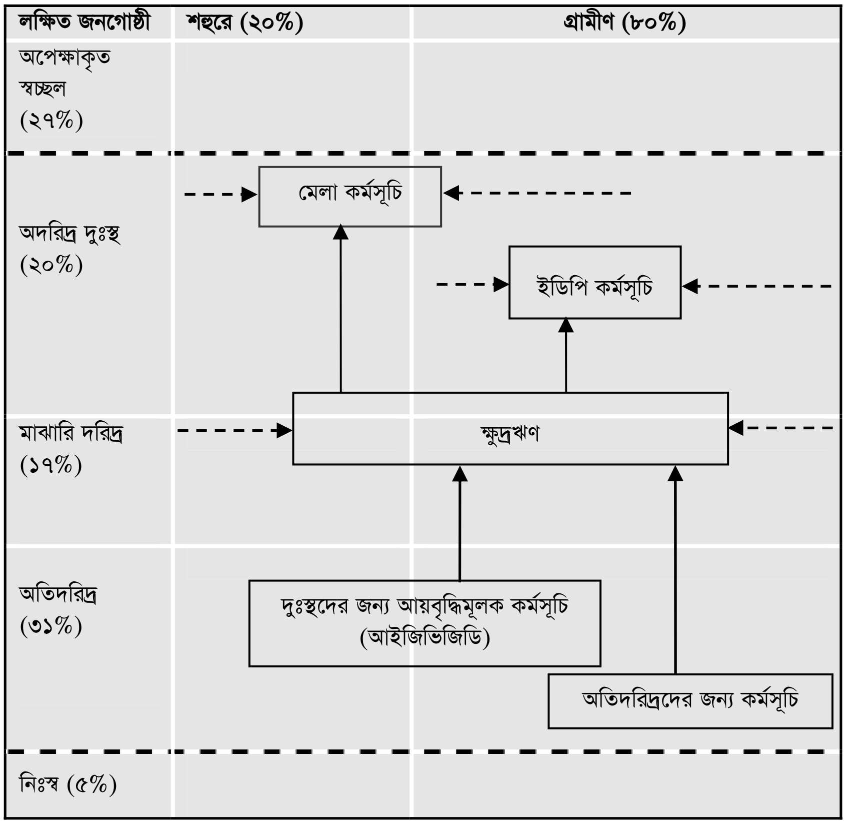

গার্মেন্টস শিল্প থেকে বাদ পড়া মহিলাদের জন্য কর্মসূচি

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে যার প্রায় ৯০% মহিলা এবং তাদের অধিকাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে। এদের অনেকেই অবিবাহিতা ও নিরক্ষর এবং তারা সাধারণত গ্রাম থেকে এসেছে। বর্তমানে এদের অনেকেই চাকুরীচ্যুত এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১,২০০ গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরো প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক চাকুরীচ্যুত হওয়ায় দিন দিন দুঃস্থ মহিলার সংখ্যা বাড়ছে।

ব্র্যাক এদেরকে চিহ্নিত করে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনার চেষ্টা করছে। এ সকল চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের এমন সুনির্দিষ্ট দক্ষতা রয়েছে যা তাদের পক্ষে নতুন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কষ্টকর। তাদেরকে শুধুমাত্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা তেমন সফল হবে না। এ চিন্তা-ভাবনা থেকেই জুলাই ২০০২ থেকে ব্র্যাক পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্র্যাক আরবান কর্মসূচির আওতায় এনে ঋণ প্রদান করা হবে যা তারা জীবীকা নির্বাহের অবলম্বন হিসাবে কাজে লাগাতে পারবে। বর্তমানে ব্র্যাক আরবান কর্মসূচির ৫টি এলাকা অফিসে এ কর্মসূচি চলছে যেখানে ইতিমধ্যে ১,৩০০ চাকুরীচ্যুত গার্মেন্টস কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এদের প্রায় ৭০% ঋণ কর্মসূচির আওতায় এসেছে।

মেলা এবং ইডিপি কর্মসূচি

ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে রয়েছে একটি বড় জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে বা নতুনভাবে কোন ক্ষুদ্রব্যবসা পরিচালনা করতে আগ্রহী। দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসা উলেøখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তারা জামানতসহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে না। ব্র্যাক এ সকল ব্যবসায়ীদের মাঝারি আকৃতির ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে মেলা (MELA – Micro Enterprise Lending and Assistance) কর্মসূচি চালু করে। শহরতলী ও গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এককভাবে এ ঋণ প্রদান করা হয় এবং মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা ফেরত নেয়া হয়। জুন ২০০৩ পর্যন্ত ৩৮,৯১৬

জন ব্যবসায়ীকে প্রায় ৩৮৭ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের হার প্রায় ৯৮%।

উদ্যমী খামার মালিক যিনি নিজে সরাসরি কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং যাদের এক একরের বেশি চাষযোগ্য জমি আছে তাদের জন্য ব্র্যাক ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে ইডিপি (EDP - Enterprise Development Programme) নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম ৭,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঋণের টাকা ফেরত দেয়া হয় তাহলে তারা সুদে রেয়াত পায়। জুন ২০০৩ পর্যন্ত উলেখ্লিত কর্মসূচিতে ১৩,০৫০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন

বিভিন্ন কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক বর্তমানে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবে ব্র্যাকের কাজের পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে গবেষণার বিকল্প নেই। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনে সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে এবং ঋণ কর্মসূচির মূল্যায়নে আশির দশক থেকে কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র কর্মসূচির সফলতা নিরূপণই নয়-এর সাথে সাথে কর্মসূচির বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা বিভাগ ভূমিকা রাখে। ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির দ্বিতীয় প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়:

- ঋণের ৮০% ব্যয় করা হয় উন্নয়ন কার্যক্রম, সম্পদ ক্রয় এবং গৃহনির্মাণে এবং মাত্র ৩% ব্যয় করা হয় পারিবারিক বিভিন্ন ভোগের ক্ষেত্রে,
- ঋণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রায় ৪% পরিবার ভূমিহীন পর্যায় থেকে উন্নীত হয়েছে,
- ব্র্যাক সদস্যদের প্রায় ৪৫% বর্তমানে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত। ব্র্যাকে যোগদানের আগে এ হার ছিল ২৮%,
- অসদস্যদের তুলনায় সদস্যরা ৫০% বেশি নীট সম্পদের মালিক,

- অসদস্য পরিবারের তুলনায় ব্র্যাক সদস্য পরিবারগুলোর প্রায় দ্বিগুণ সঞ্চয় রয়েছে,
- ব্র্যাক সদস্য পরিবারে মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণে খরচ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি,
- ব্র্যাক সদস্যরা অন্যান্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল ঘরে বসবাস করে,
- ব্র্যাকের সদস্য হওয়ার পর তাদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:৪৬-৫১ © ব্র্যাক

সালিশ এবং ব্র্যাকের পল্লীসমাজের ভূমিকা*

মো. আব্দুল আলীম ও মোহাম্মদ রাফি

- সালিশ ব্যক্তি পর্যায়ে, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশীর মধ্যে মারামারি, বিবাহ ও জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা এবং বেআইনী কার্যকলাপের মীমাংসা করে থাকে।
- যাদের পূর্বপুরুষ মাতব্বর ছিল, যাদের প্রচুর জমিজমা আছে, যারা ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী এবং যাদের জমি দরিদ্র কৃষকরা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন লোকই সাধারণত মাতব্বর হয়ে থাকেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ঘুষ দেয়া নেয়া বিচারের রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।
- সদস্যদের ব্র্যাক থেকে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, এবং মাতব্বরদের আন্তরিকতা ছিল ও তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়নি এমন কিছু কিছু সালিশেই কেবল সদস্যরা সুফলতা পেতে সক্ষম হয়।
- ইসলামী মূল্যবোধ, পরিবারের সদস্যদের নেতিবাচক মনোভাব, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে মহিলাদের সালিশে অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
- মহিলাদের সমস্যা মহিলারাই ভালভাবে জানে। তাই পল্লীসমাজ যদি আরও সক্রিয় হয় তাহলে মহিলাদের সমস্যা সহজেই সমাধা হতে পারে বলে কিছু মাতব্বর মত প্রকাশ করেন।
- পল্লীসমাজের সদস্যদের আরও প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দেয়া হলে তারা সামাজিক ন্যায় ও বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

*'Shalish and role of BRAC's federation' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. আব্দুল আলীম।

ব্র্যাকের পলীসমাজ সালিশে অংশগ্রহণ করে কী ভূমিকা রাখে এবং কী কী সমস্যা মোকাবিলা করে তা দেখার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

সালিশ

দরিদ্র জনসাধারণের বিচার পাবার প্রধান উপায় হলো সালিশ। যদিও সালিশের কাঠামো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে তবুও বিভিন্ন কারণে এর অস্তিত্ব টিকে আছে। গ্রাম্য মাতব্বর সালিশের মধ্যমণি এবং তিনিই গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত মাতব্বররাই গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, কারণ আদালতে মামলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে মাতব্বরই তাদের একমাত্র ভরসা।

'সালিশ' একটি ফার্সী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ 'মধ্যস্থতা'। সালিশ ব্যক্তি পর্যায়ে, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশীর মধ্যে মারামারি, বিবাহ ও জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা এবং বেআইনী কার্যকলাপের মীমাংসা করে থাকে। সুবিচার হোক বা না হোক মাতব্বরের রায়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রায় অন্যায় হলেও তাদের প্রতিবাদ করার কোন উপায় থাকেনা। এসব দিক বিবেচনা করে ব্র্যাক দরিদ্রদের সাহায্যার্থে সালিশকে ফলপ্রসু করার উদ্যোগ নিয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে দুই বা ততোধিক গ্রাম সংগঠন মিলে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে পলীসমাজ গঠন করা হয়। ব্র্যাকের পলীসমাজ সালিশে অংশগ্রহণ করে কী ধরনের ভূমিকা রাখে এবং কী কী সমস্যা মোকাবিলা করে তা দেখার লক্ষ্যেই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়।

পর্যবেক্ষণধর্মী এ গবেষণায় মাতব্বরের ধরন, তাদের কর্তৃত্ব, সালিশের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, সালিশের প্রক্রিয়া, ঘুষ ও সালিশের রায় ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। গ্রামে দুই ধরনের মাতব্বর লক্ষণীয়। যিনি শুধুমাত্র তার পাড়ার সমস্যা সমাধানে বেশি ভূমিকা রাখেন তিনি ছোট মাতব্বর হিসাবে পরিচিত। আর ছোট মাতব্বর যখন কোন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ অথবা গ্রামের সমস্ত লোকজন যখন বড় ধরনের কোন সমস্যা নিয়ে শালিস করেন সেখানে বড় মাতব্বর সমাধান দিয়ে থাকেন।

যাদের পূর্বপুরুষ মাতব্বর, প্রচুর জমিজমা আছে, ব্যবসায়ী, সম্পদশালী এবং যাদের জমি দরিদ্র কৃষকরা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন লোকই সাধারণত মাতব্বর হয়ে থাকে। যে সকল মাতব্বরের পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি তাদের কতৃত্বও বেশি। দেখা যায় অনেক মাতব্বরদের একাধিক স্ত্রী, অধিক সন্তান, অনেকজন ভাই, গ্রামে অনেক আত্মীয়-স্বজন কিংবা শহরের বা পাশের গ্রামের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে তার ভাল সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ফলেও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে অনেকে স্থান করে নেয়।

যদি মাতব্বরদের নিজের পরিবারের বা বংশের লোকজনের কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তারা নিজেরাই তা সমাধান করার চেষ্টা করেন এবং যদি পারিবারে সম্মানহানিকর কিছু ঘটে থাকে তাহলে তিনি গোপনেই সেই সমস্যার সমাধান করেন। পরিবারের বা বংশের বাইরের কোন সমস্যায় তাকে দাওয়াত করে আনতে হয়, অন্যথায় তিনি সালিশে আসেন না। অনেক সময় মাতব্বরই বলে দেন আর কোন্ কোন্ মাতব্বরকে সালিশে দাওয়াত করতে হবে। এভাবে নিজের দলের লোকজনকেই সবসময় সালিশে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সালিশে কিছু নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হয় এবং কেউ কোন রকম কথা বলতে চাইলে তাকে সভাপতির অনুমতি নিতে হয়। সভাপতি রায় নির্ধারণ করার জন্য জুরী বোর্ড তৈরি করে দেন। জুরী বোর্ড সভাপতিকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর পর সভাপতি সকলের সম্মুখে রায় ঘোষণা করেন। সালিশে ঘুষ গ্রহণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং উভয় পক্ষের নিকট থেকেই মাতব্বররা ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন। বিচারের রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ধনী হয় তাহলে মাতব্বররা তাকে রক্ষা করা বা তার শাস্তি লাঘব করার চেষ্টা করে থাকেন। অন্যদিকে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার রায় হয় অন্যরকম এবং শাস্তিও অত্যধিক হয়। আবার বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি যদি যে দল ক্ষমতায় নেই সে দলের সমর্থক হয় তবে তার শাস্তি হয় দ্বিগুণ।

ব্র্যাকের পল্লীসমাজের ভূমিকা

যে সমস্ত সালিশে পল্লীসমাজের সদস্যরা মাতব্বরদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সদস্যরা মানবাধিকার ও আইন সেবা

(এইচ আর এল এস) কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। ফলে তারা মাতব্বরদের বোঝাতে এবং হিলা বিয়ে, মুখে মুখে তালাক ইত্যাদি ঠেকাতে সক্ষম হয়েছেন। সদস্যরা তাদের মিলিত শক্তি মাতব্বরদের উপর প্রয়োগ করে সঠিক বিচার আদায় করে নেয়। কোন কোন মাতব্বর পল্লীসমাজের সৎ ও গরীব সদস্যের পাশে দাঁড়ানোর ফলে তারা অতি সহজেই সালিশে জয়লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে পল্লীসমাজের পুরুষ সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন কোন সদস্যা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হওয়ায় তারা সালিশে কথা বলার সুযোগ পায় এবং মাতব্বরের সামনে গুছিয়ে উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় বলেই তারা সফলতা লাভ করে। সর্বোপরি যে সব সালিশ কোনভাবেই মাতব্বরদের স্বার্থের হানি ঘটায়নি সে সব সালিশে সফলতা পেতে তাদের তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি।

ঐতিহ্যগত রীতিনীতির প্রভাব এবং মাতব্বরকে ভয় পাওয়ার ফলেই অনেক সালিশে পল্লীসমাজ সঠিক রায় প্রদানে মাতব্বরকে প্রভাব খাটাতে ব্যর্থ হয়। মহিলাদের বাড়ীর কাজ কর্ম ফেলে পর্দা প্রথা ভেঙ্গে পুরুষদের সাথে বসে দরবার করার মতো অবস্থা এখনো আমাদের সমাজে সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া দরিদ্র সদস্যদেরকে সবসময় মাতব্বরের ছত্রছায়ায় বসবাস করতে হয় বিধায় সালিশে মাতব্বরের বিরুদ্ধে কথা বলবে এমন সাহস তাদের নেই।

সালিশে মাতব্বরের অন্যায়কে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাতব্বরের উপর তাদের নির্ভরশীলতা। গরীব সদস্যরা তাদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়া-নেয়া, বিয়ের খরচের ব্যাপারে পরামর্শ করা, বরপক্ষের সাথে কথা বলা ইত্যাদি ব্যাপারে মাতব্বরের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের অনুষ্ঠানে যদি মাতব্বরকে দাওয়াত দেয়া না হয় তাহলে পরবর্তীতে কোন প্রকার অসুবিধা হলে মাতব্বর তা সমাধান করার জন্য এগিয়ে নাও আসতে পারেন। সদস্যরা কোন জমি কিনতে চাইলেও মাতব্বরের পরামর্শ নিতে হয় এবং মাতব্বরের জমির আশে পাশে হলে তিনি ঐ জমি কিনবেন কিনা সে ব্যাপারে আগাম অনুমতি নিতে হয়।

সালিশে পল্লীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রামের মাতব্বররা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কোন কোন মাতব্বর পল্লীসমাজের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

তাদের মতে সদস্যরা বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে ব্র্যাকের মাধ্যমে পারিবারিক আইন ও বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা যদি সালিশে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের পক্ষে সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হবে। পল্লীসমাজ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে অতি সহজেই তারা মহিলাদের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে। কারণ মহিলারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে পুরুষদের চেয়ে ভাল অবগত।

অন্যদিকে অধিকাংশ মাতব্বরই পল্লীসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আশাবাদী নয়। তারা মনে করেন এই মহিলা সংগঠন কোনদিনই বিচার সালিশে অংশ নিয়ে সফল হতে পারবে না। কারণ ঐতিহ্যগত সামাজিক বিশ্বাস এবং রীতিনীতির অনুসারী নেতৃস্থানীয় মোড়লরা কখনোই পুরুষদের সাথে মহিলাদের পাশাপাশি অবস্থানকে ভালভাবে দেখবে না। তাছাড়া আমাদের দেশে ইসলামী মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকায় ইসলামী ধ্যানধারণার বাইরে চলার চেষ্টা করলে পরিবার ও সমাজ তা মেনে নিবে না এবং তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পরিবর্তে সম্পর্ক ছেদ করবে।

পুরুষ শাসিত সমাজে কোন স্বামীই তার স্ত্রীকে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম, সন্তান-সন্ততি লালন পালন এবং স্বামী সেবা রেখে অন্য পুরুষের সাথে গিয়ে সালিশ করবে তা সহজে মেনে নিতে চাইবে না। তাছাড়া সালিশে অংশগ্রহণ করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানও অনেকের নেই। দারিদ্র্যের কারণে জীবিকা নির্বাহের জন্যই অধিকাংশ সময় তাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে সালিশে অংশগ্রহণ করার মত সময় তাদের থাকে না। পল্লীসমাজের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেও সালিশে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দ্বিধা রয়েছে। পল্লীসমাজ তাদেরকে তেমন কোন সহায়তা দিতে পারে না বিধায় তারা এ ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন।

গ্রাম্য সালিশ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও এর কার্যকারিতা থাকবে বলে মাতব্বর এবং পল্লীসমাজের সদস্য সকলেই একমত। সমীক্ষায় দেখা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত অনেক সমস্যা কোর্টে সমাধান না হলেও অবশেষে সালিশের মাধ্যমে তার সমাধান হয়েছে। কাজেই সালিশ হতে কোর্ট আবার কোর্ট হতে সালিশ এভাবেই চক্রাকারে আবর্তিত হয় সমস্যা। কাজেই সালিশের সর্বজনীনতা অনস্বীকার্য।

পল্লীসমাজের সদস্যদের সালিশে অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন:

- সদস্যদেরকে পল্লীসমাজের সদস্যদেরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- সদস্যদের মধ্যে পল্লীসমাজের নিয়মশৃংখলা বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- সদস্যদের নিকট পল্লীসমাজের উদ্দেশ্য এবং এর যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে যাতে তারা স্বেচ্ছায় সালিশে অংশগ্রহণ করে; এবং
- সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

 © ব্র্যাক

বাংলাদেশে মহিলাদের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং পারিবারিক নির্যাতন*

আবদুলাহেল হাদী

মহিলারা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে পাঁচ বছরের অধিককাল যাবৎ জড়িত থাকলে এবং পরিবারে আর্থিক সহায়তা দিলে তাদের উপর পারিবারিক নির্যাতন কমে আসে।

মহিলাদের উপর নির্যাতন কম-বেশি সব সমাজেই বিদ্যমান থাকলেও এর সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। এখনো পর্যন্ত কোন সমাজেই মহিলাদের উপর নির্যাতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়নি। মহিলাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, শারীরিক অবস্থা, আইনগত ও সামাজিকভাবে স্বামীর অধীন হওয়ায় তারা এ ধরনের নির্যাতনের স্বীকার হয়ে থাকে।

১৯৯২ সালের এক জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯% মহিলা তাদের স্বামী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্ষণ, নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সাথে যৌনকর্ম, উত্যক্ত করা সহ বিভিন্ন যৌন হয়রানির হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের মত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যেন তারা পুরুষ বা স্বামীর অধীন। আমাদের সমাজে ধর্মীয়ভাবেও এটাকে আইনসম্মত বা বৈধ বলে মনে করা হয়। পুরুষ বা মহিলা উভয়কেই এ বিষয়টি বোঝানো কঠিন যে সমাজের এ বৈষম্য প্রাকৃতিক নয় বরং মানুষেরই সৃষ্টি।

---

*'Women's productive role and marital violence in Bangladesh.' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলাল্লি হোসেন।

গত দু'দশক যাবৎ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নারীবাদী বিভিন্ন সংস্থা মহিলাদের উপর পারিবারিক পর্যায়ে এ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রম এক্ষেত্রে সফল হয়েছে। দেখা যায়, একজন মহিলা যখন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয় করতে শুরু করে এবং পরিবারে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে তখন পরিবারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মহিলাদের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাদের উপর নির্যাতন হ্রাসে কী ধরনের ভূমিকা রাখে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়। এ গবেষণায় ১০টি উপজেলার প্রত্যেকটি থেকে ৫০ জন করে ৫০ বছরের কম বয়সের মোট ৫০০ জন বিবাহিত মহিলার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যারা বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মে জড়িত তাদের গড় বয়স যারা শুধুমাত্র গৃহকর্ম করে তাদের চেয়ে বেশি। সমীক্ষাভুক্ত গ্রামগুলোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা কখনো স্কুলে যায়নি। ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর মহিলারা মৌলিক শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। ফলে গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলাদের চেয়ে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। জমির মালিকানার দিক থেকেও দেখা যায় গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলারা উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের চেয়ে দরিদ্র। জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে নির্ভর করে তার সম্পদ এবং আয়ের উপর। মহিলাদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ৭৯% এর বিবাহ হয় নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর কেন নির্যাতন করে তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নেই। পারিবারিক এ সকল নির্যাতন সাধারণত পরিকল্পিত নয়। হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমেই এ ধরনের নির্যাতন হয়ে থাকে। সাধারণত পারিবারিক কাজকর্মে অবহেলা, ছেলে-মেয়েদের মারধর করা, শাশুড়ী-ননদের সাথে ঝগড়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণেই স্বামীরা স্ত্রীদের উপর নির্যাতন করে থাকে। একজন মহিলার মতে, *"আমার স্বামী তখনই রেগে যায় যখন সে কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে তার খাবার প্রস্তুত হয়নি। তাছাড়া যখন আমি আমার কোন সন্তানকে মারধর করি তখনই সে রেগে চিৎকার করতে থাকে এবং আমাকে মারধর করে।"* এছাড়াও যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্য কোন মহিলার অবৈধ সম্পর্ক

রয়েছে বলে অভিযোগ করে তখনই সে নির্যাতনের শিকার হয়। স্বামীর আদেশের অবাধ্যতার জন্যও অনেক সময় স্ত্রীকে মারধর করা হয়।

স্বামীরা অনেক সময় স্ত্রীদেরকে বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক বা সম্পদের অংশ হিসেবে টাকা এনে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে স্ত্রীরা টাকা আনতে ব্যর্থ হলেই স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়াও মদ্যপ স্বামী কতৃক স্ত্রীদের উপর নির্যাতন বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মহিলারা যখন ঋণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হয়ে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় তখন সে অনেক নির্যাতন থেকেই নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। যখন কোন মহিলা স্বাধীনভাবে আয় করতে এবং পরিবারে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে তখন পরিবারে তার ক্ষমতা বাড়ে এবং স্বামীর উপর তার নির্ভরশীলতা কমে আসে।

গত এক বছরে সমীক্ষাভুক্ত মহিলাদের ২৮% মানসিক এবং ২২% শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। মহিলাদের বয়সের সাথে নির্যাতনের বিষয়টি সম্পর্কিত। অর্থাৎ বেশি বয়সী মহিলারা পরিবারে ক্ষমতাশীল ও সম্মানিত হওয়ায় এবং বড় সন্তান থাকায় কম বয়সী মহিলাদের চেয়ে তারা তুলনামূলকভাবে কম নির্যাতনের শিকার হন। যে সকল মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ হয় তারা স্বামীদের উপর বেশি নির্ভরশীল থাকায় বয়স্কদের চেয়ে তারা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। তাছাড়া শিক্ষিত মহিলাদের চেয়ে নিরক্ষর মহিলারা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। সাক্ষর এবং নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে নির্যাতনের এ ফলাফল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ায় এবং তাদের মধ্যে নির্যাতনের প্রবণতা হ্রাস করে। মহিলাদের বয়স ও শিক্ষার সাথে সাথে তাদের জমির মালিকানা এবং জীবনযাত্রার মানের সাথে নির্যাতনের বিষয়টি সম্পর্কিত। দারিদ্র্যতা ও অভাবের ফলেও দরিদ্র পরিবারগুলোতে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা তাদের উপর পারিবারিক নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যারা পাঁচ বছরের বেশি সময় উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি লক্ষণীয়। কিন্তু যারা পাঁচ বছরের কম সময় ধরে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সার্বিক পর্যালোচনার

ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে মহিলাদের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সংশিষ্টতা তাদের উপর পারিবারিক নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

 © ব্র্যাক

মহিলাদেরকে যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতন করতে এনজিওদের ভূমিকা*

আবদুলাহেল হাদী ও রোকসানা পারভীন

আমাদের দেশে মহিলারা যৌনরোগে বেশি আক্রান্ত হলেও তাদের মাত্র ২৬.৬% যৌনরোগ সম্পর্কে অবগত, ১৬.৫% এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটি কারণ, ৩১.৫% একটি লক্ষণ, এবং ২৯.৯% প্রতিরোধের একটি কৌশলের কথা উলেখ করতে পেরেছেন।

যারা দীর্ঘ সময় ধরে কোন এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত, যাদের বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে তথ্য পাওয়ার সুবিধা রয়েছে, এবং যারা জীবিকার জন্য শ্রম বিক্রির উপর নির্ভরশীল নয় তারাই যৌনরোগ সম্পর্কে বেশি সচেতন।

আমাদের দেশে এখনো প্রজননক্ষম মহিলাদের অসুস্থতার হার প্রকট। প্রজননক্ষম মহিলাদের অসুস্থতা বা মৃত্যুর উলেখযোগ্য কারণ হলো যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া। কিছু কিছু যৌনরোগ জটিল আকার ধারণ করলে শুধুমাত্র স্বাভাবিক গর্ভপাত, গর্ভধারণ না করা, জরায়ু ব্যতীত অন্যত্র গর্ভধারণ ও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারেরই সৃষ্টি করে না বরং যৌনরোগে আক্রান্ত হলে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা এমনকি এইডস-এর মত মরণব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রজননক্ষম মহিলারা যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয় এগুলোর মধ্যে যৌনবাহিত রোগকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করা হয়।

---

*‘Promoting knowledge of sexual illnesses among women in Bangladesh: can non-governmental organization play a role?’ শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলকিস হোসেন।

যৌনরোগ সম্পর্কে বিভিন্ন ভুল তথ্য বা অজ্ঞতার ফলে আমাদের সমাজে এ রোগের প্রতিরোধ খুবই কঠিন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যৌনরোগীদের উপর এক জরিপে ১৮% গনোরিয়া, ১৭% সিফিলিস এবং ৩০% ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগী পাওয়া যায়। সারা বিশ্বে যৌনরোগ একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই এর প্রকোপ বেশি। বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিন পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়াতেই এ রোগের হার বেশি। সাধারণত মহিলারাই যেহেতু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়, তাই বিশ্বব্যাপী এ রোগ নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টা সম্ভবত কম।

যৌনবাহিত রোগের সঠিক কোন পরিসংখ্যান আমাদের দেশে না থাকলেও এটা মনে করা হয় যে বাংলাদেশে এ রোগের উচ্চহার বিদ্যমান। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে যাদের বিভিন্ন যৌন সঙ্গী রয়েছে তাদের মধ্যেই যৌনরোগের হার বেশি। আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান খুবই সীমিত। এক জরিপে দেখা গেছে মাত্র ২৬.৬% মহিলা বিভিন্ন যৌনরোগ সম্পর্কে অবগত। সরকার বর্তমানে যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন।

ব্র্যাকের উদ্যোগ

১৯৯৭ সালের শুরুতে ব্র্যাক সাধারণ জনগনের মধ্যে যৌনরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ, এবং প্রতিকার সম্পর্কে প্রচারণা চালায়। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পুরুষ ও মহিলাদের সাথে ছোট দলীয় আলোচনা এবং গর্ভকালীন পরিচর্যা কেন্দ্রে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ে যৌনবাহিত রোগ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োজিত করা হয়।

বাংলাদেশের বয়স্ক মহিলাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই যেহেতু কখনো স্কুলে যায়নি তাই তাদের নিকট যৌনরোগ সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য ফোরামের' ব্যবস্থা করা হয়। ব্র্যাক ১৯৯৮ সাল থেকে যৌনবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে এ কর্মসূচিকে সমন্বয় করে। উক্ত ঋণ কর্মসূচিতে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পাশাপাশি গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানের সাথে স্বাস্থ্য সেবাও প্রদান করে থাকে। তাছাড়া সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের যৌনরোগ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক গ্রাম পর্যায়ে কর্মশালা, নাটক ইত্যাদির আয়োজন করে।

ব্র্যাকের একটি গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিওর ঋণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি রয়েছে এমন ১০টি অঞ্চলের ৭০টি গ্রামের ১,৬৬৩ জন বয়স্ক মহিলার নিকট থেকে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায় উল্লিখিত গ্রামগুলোতে মহিলাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর এবং এদের মাত্র ১৮.২% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ১৪.১% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছে। এদের এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও মাত্র ১৩.৮% ছয় বছর বা তার বেশি সময় ধরে এনজিও কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত এবং এদের প্রায় ৪০.৬% মহিলার স্বামী শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

যৌনরোগের সচেতনতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় ১৫.৫% মহিলা মনে করেন যৌনরোগীর সাথে যৌনকর্মের ফলে, ০.৫% মহিলা মনে করেন দূষিত রক্ত গ্রহণ, ১.৩% মহিলার মতে দূষিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার, এবং ১.১% মহিলার মতে রোগাক্রান্ত মায়ের নবজাত শিশু মা থেকে এ রোগে আক্রান্ত হয়।

মহিলাদের মধ্যে যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি হলেও মাত্র ১৬.৫% মহিলা যৌনরোগ বিস্তারের যে কোন একটি কারণের কথা উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা যৌনরোগ বিস্তারের বিভিন্ন কারণের চেয়ে এ রোগের লক্ষণ সম্পর্কে বেশি অবগত। গড়ে প্রায় ৩১.৫% মহিলা যৌনরোগের যে কোন একটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে যৌনবাহিত রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। যৌনবাহিত রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে তারা কনডম ব্যবহার, বিশ্বস্ত সঙ্গী নির্বাচন, এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথা উল্লেখ করেন। গড়ে প্রায় ২৯.৯% মহিলা যৌনবাহিত রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে যে কোন একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিক্ষার প্রভাব এবং বিভিন্ন এনজিওর স্বাস্থ্য ফোরামে অংশগ্রহণের ফলে মহিলারা যৌনরোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তবে এ রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে মহিলাদের এনজিওর স্বাস্থ্য ফোরামে অংশগ্রহণের চেয়ে তাদের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারে তাদের সচেতনতা বা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যারা অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত সাধারণত তারাই এ রোগ বিস্তারের ধরন সম্পর্কে বেশি অবগত। তাছাড়া যারা দীর্ঘ সময় ধরে কোন এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত, যাদের বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে তথ্য পাওয়ার সুবিধা রয়েছে এবং যারা শ্রম বিক্রির উপর নির্ভরশীল নয় তারাও এ ব্যাপারে সচেতন।

এ গবেষণার তথ্যের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শিক্ষার সাথে যৌনরোগের সচেতনতার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। যারা নিরক্ষর, যাদের বয়স ২৯ এর কম, যাদের এনজিওর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নেই, যাদের গণমাধ্যম থেকে তথ্য পাওয়ার সুবিধা নেই এবং যারা শ্রম বিক্রির উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে যৌনবাহিত রোগের বিস্তার সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম। এ রোগের লক্ষণ এবং প্রতিরোধ সম্পর্কেও প্রায় একই ধরনের ফলাফল দেখা যায়। সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের শিক্ষা এবং এনজিও কার্যক্রমে অংশগ্রহণই তাদের এ সংক্রান্ত ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

নির্যাস ২০০৩ সেপ্টেম্বর;১৩:৬০-৬৪

© ব্র্যাক

গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, ১৯৯৯-২০০০*

সৈয়দ মাসুদ আহমেদ ও আমিনা মাহবুব

- **আমাদের দেশে অধিকাংশ মহিলারই (৮৫%) সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে বাসায় দাই বা পরিবারের অন্য কারো মাধ্যমে**
- **স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩২০ থেকে ৪০০ জনের মধ্যে, যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি**
- **৪৯টি উন্নয়নশীল দেশে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার তুলনামূলক মূল্যায়নে বাংলাদেশকে অত্যন্ত দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যা কম্বোডিয়ার সাথে তুলনীয়**

বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর উচ্চহার বিরাজ করছে। ১৯৮৭ সালে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচি শুরু হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন কারণে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর উচ্চহার কমাতে ব্যর্থ হয়।

আমাদের দেশের মহিলারা অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে গর্ভকালীন অবস্থায় ও সন্তান জন্মদানের সময় মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়। গ্রামীণ সমাজে মহিলাদেরকে একাকী চলাফেরার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয় বলে গর্ভকালীন অবস্থায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে পরিবারের কারো না কারো সহায়তা নেয়া এবং স্বামী, শাশুড়ী বা অন্য কারো কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (৮৫%) সন্তানের জন্ম বাসায় অদক্ষ দাই বা পরিবারের মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এসব দাইদের

*'Level and determinants of pregnancy care in developing countries: the case of Bangladesh, 1999-2000.' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (২০০২)। সার-সংক্ষেপ করেছেন কাজী বিলাল্লি হোসেন।

প্রশিক্ষণের পরও গর্ভবতী মায়েদের বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের হার খুব একটা হ্রাস পায়নি। উন্নয়নশীল ৪৯টি দেশে এক জরিপ পরিচালনা করে দেখা যায় মাতৃত্বজনিত ও গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই খারাপ অবস্থানে রয়েছে, যা কম্বোডিয়ার কাছাকাছি।

এখনো বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার প্রতিহাজারে ৩২০ থেকে ৪০০ এর মধ্যে, যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ দাইদের প্রশিক্ষণ এবং গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে এখনো খুব একটা সফলতা আসেনি।

বর্তমানে যেসব স্থানে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায়

কোথায় কী ধরনের গর্ভকালীন ও প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় তা নিম্নে দেখানো হলো;

স্থান	সেবাদান কাজে নিয়োজিত	কী ধরনের সেবা পাওয়া যায়
কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক	স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট	সন্তান জন্মদানে সহায়তা করা, জটিলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনে তাদেরকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক	গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা, সন্তান প্রসব, স্বাস্থ্য শিক্ষা, খাবার নির্বাচন ও শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর পরামর্শ প্রদান
উপজেলা পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	মেডিকেল অফিসার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, টেকনিশিয়ান	অত্যাবশ্যকীয় জরুরী স্বাস্থ্য সেবা
জেলা পর্যায়ে জেলা হাসপাতাল	হাসপাতালে নিয়োজিত কর্মী	অপারেশন সহ সমন্বিত জরুরী স্বাস্থ্যসেবা

গর্ভকালীন পরিচর্যা

গর্ভবতী মা এবং সন্তান উভয়ের জন্যই গর্ভকালীন সময় মায়ের সঠিক যত্ন নেয়া খুবই জরুরী। দেখা গেছে যে, সর্বকনিষ্ঠ সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭২%) মহিলাই গর্ভকালীন অবস্থায় পরিচর্যা কেন্দ্রে যায়নি এবং তাদের মাত্র ৮% মহিলা চারবার পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে। মহিলাদের বয়স, শিক্ষা, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির উপরও মহিলাদের পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ব্যাপারটি অনেকাংশে নির্ভর করে। তাছাড়া শহরে বসবাসকারী অবস্থাপন্ন শ্রেণী, অমুসলিম এবং যাদের রেডিও, টেলিভিশন বা খবরের কাগজ থেকে তথ্য পাবার সুবিধা রয়েছে তারা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হারে গর্ভকালীন অবস্থায় পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করে। নিরক্ষর, গ্রাম এলাকায় বসবাস, অতি দরিদ্র, বয়স বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মহিলাদের গর্ভকালীন অবস্থায় পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের হার কমতে থাকে।

সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মহিলাই (৭২%) গর্ভকালীন অবস্থায় পরিচর্যা কেন্দ্রে যায়নি এবং তাদের মাত্র ৮% চারবার পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছেন।

প্রসবকালীন পরিচর্যা

প্রসবের পর মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রসবের স্থান ও প্রসবের সময় বিভিন্ন সহযোগিতার উপর। সমীক্ষায় দেখা যায় অধিকাংশ মহিলার প্রসবই (৯২%) হয় তার বাড়িতে এবং মাত্র ৪% মহিলার প্রসব হয় কোন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। যেসব মহিলার বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে, যাদের পাঁচ বছরের বেশি শিক্ষা রয়েছে ও যারা শহর এলাকায় বসবাস করে তারা সাধারণত তাদের প্রথম সন্তান প্রসবের সময় সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে থাকে।

প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে, যাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা রয়েছে এবং যারা শহরে বসবাস করে তারা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হারে দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে সন্তান প্রসবে আগ্রহী।

মুসলমানদের ৯৩%, এবং যাদের রেডিও শুনা, টেলিভিশন দেখা বা খবরের কাগজ পড়ার সুবিধা নেই তাদের ৯৭% বাড়িতে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।

অন্যদিকে স্বচ্ছল মহিলারা (১৪%) দরিদ্রদের (১-২%) চেয়ে বেশি হারে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে। মুসলমান (৯৩%) এবং যাদের গণমাধ্যম থেকে তথ্য পাওয়ার সুবিধা নেই তাদের ৯৭% বাড়িতে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। তবে টিকা, জন্মনিরোধক ব্যবহার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলারা সরকারি ও বেসরকারি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সেবা বেশি গ্রহণ করে থাকে।

সমীক্ষাভুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে অর্ধেকেরও বেশি প্রসবে সহায়তা করে দাইরা। মাত্র ৭% মহিলার প্রসব হয় দক্ষ কোন চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের সহায়তায় এবং ২২% মহিলার প্রসবে সহায়তা করে তার কোন আত্মীয় বা পাড়া-পড়শী। মহিলাদের প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান প্রসব, যারা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে এবং যারা শহর এলাকায় বসবাস করে তারা দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে সন্তান প্রসবে বেশি আগ্রহী।

সমীক্ষাভুক্ত এলাকার মহিলাদের ৮% তাদের সাম্প্রতিক সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন সময় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হল, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন পরিচর্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ব্যাপক তফাৎ পরিলক্ষিত হয় (যথাক্রমে ২০% ও ৪%)।

নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রসবের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনার হার বাড়ানো যেতে পারে।

- ⇨ প্রসবের ক্ষেত্রে পেশাদারী চিকিৎসা সেবার চাহিদা ও সরবরাহের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে,
- ⇨ গ্রামীণ এলাকায় দক্ষ পেশাজীবীদের মাধ্যমে গর্ভকালীন পরিচর্যার হার বাড়াতে হবে,
- ⇨ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমনকি বাড়িতেও গর্ভবতীর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোড়ামীর বাধা দূর করতে হবে, এবং

⇨ মহিলাদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে করে তারা আরো অধিক হারে দক্ষ পেশাজীবীদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ১ মার্চ ১৯৯৫

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সাইক্লোনোত্তর পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা
বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন
দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের গৃহায়ণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা
গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন গঠন: কিছু অভিমত
ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা
আরডিপিভুক্ত গ্রাম সংগঠনের বিষয়ভিত্তিক সভা
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: একটি কোর্সের মূল্যায়ন
মাসিক রক্তস্রাব: কিশোরী মেয়েদের বিশ্বাস ও আচরণ
ভূমিহীনদের মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা ও সমাজে তার প্রভাব
পল্লী এলাকায় সাক্ষরতা: এনএফপিইভুক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র
ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলে কেমন করছে
প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: গ্রামের একটি স্কুল সমীক্ষার ফলাফল
পল্লীর দরিদ্র মানুষের জীবনে মৎস্যচাষের প্রভাব
পল্লীর দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া
পূর্বেকার যৌথ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণ
বাংলাদেশে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা: একটি মূল্যায়ন
আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব: একটি উপজেলায় পোল্ট্রি কর্মীদের কার্যক্রমের সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ
স্বাস্থ্যসেবিকাদের কাজের একটি মূল্যায়ন
মহিলাদের গর্ভধারণ এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার
স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মাদার্স ক্লাবের প্রভাব
বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রচলিত নাম
পল্লী এলাকায় চাল-লবণের তৈরী খাবার স্যালাইনের ব্যবহার

খণ্ড ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

পল্লী এলাকার কয়েকটি অবহেলিত স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা
বাংলাদেশে শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন
ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন
এনএফপিই শিক্ষকদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ক পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বিষয়
দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রামীণ নারী: ছয়টি সমীক্ষা
আইজিভিজিডি ও ভিজিডি কর্মসূচিভুক্ত শিশু-কিশোর ও মায়েদের উপর অপুষ্টির প্রভাব
বৈবাহিক সম্পর্ক ও নারী নির্যাতন: একটি সমীক্ষা
কিশোরী মেয়েদের দৃষ্টিতে বিবাহ
গ্রামীণ মহিলাদের আয়মূলক কাজের ব্যবস্থাপনা: মির্জাপুর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা
ব্র্যাক সমিতি: সমষ্টির অংশগ্রহণ না কতিপয়ের নিয়ন্ত্রণ
পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন
জেলে পরিবারে নারী: বাওর এলাকার চিত্র

স্বাস্থ্য বিষয়ক

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের ভূমিকা ইতিবাচক অবদান রাখবে: একটি প্রতিবেদন
স্বাস্থ্য শিক্ষা কি গ্রামীণ জনসাধারণকে অধিক স্বাস্থ্য সচেতন করতে পেরেছে?
গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মৃত্যুহার কমানোর উপর ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রভাব
বাংলাদেশের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর একটি সমীক্ষা
গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উপর আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রভাব
ব্র্যাকের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সুরুচি রেস্তোরার ব্যবস্থাপনা: মহিলাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস
শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা
যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ
দরিদ্রদের আইনি জ্ঞান: নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য
ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্প: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ
বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং ভোগ দখলের ধরন: একটি গ্রাম সমীক্ষা
মানিকগঞ্জের গিলন্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন দক্ষতার জ্ঞানের উপর কয়েকটি
বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ
ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়?

স্বাস্থ্য বিষয়ক

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের
উপর একটি মূল্যায়ন
গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা
সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা
গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা
স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি:
একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা
দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা?
বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র্য
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব
দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে
বেছে নেয়াই কি উত্তম?
ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ

নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন
মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে?
সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

খণ্ড ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

সম্পাদকীয়: রজত জয়ন্তী সংখ্যা

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর: কিছু প্রাসংগিক কথা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন
গ্রামীণ জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল
মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা
ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা
মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজ: পাঁচটি গ্রামের চিত্র
ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যা: একটি সমীক্ষা
ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি: মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর একটি সমীক্ষা
ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচ জন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান
সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ: একটি সমীক্ষা
গ্রাম সংগঠন গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ
গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা: জামালপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামের একটি চিত্র
কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতু ভিত্তিক তারতম্য: একটি সমীক্ষা
ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
মহিলা প্রধান খানায় কী কী কারণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক- আইসিডিডিআর,বি-র

যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ
মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা
বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন
ব্র্যাকের ‘ওয়াচ’ প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা
স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয়: সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা
যৌনব্যাধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা: দু'টি এলাকার চিত্র
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন
খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন মনে রাখতে পারেন?
ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা
পল্লী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিবর্তন
ব্র্যাকের যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি: চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৫ নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব: একটি বিশেষ সমীক্ষা
ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা: একটি সমীক্ষা
কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব: ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র
গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব: জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র
মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ
গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার
নারী পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরীভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব
ঋতুভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য: একটি সমীক্ষা
লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে আরআরএ পদ্ধতি প্রয়োগ: লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম
সাক্ষরতার প্রসার: মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব
উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা
    যাচাইয়ের আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা
ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তি অবস্থা: প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা
ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ:
    ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যক্ষা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা
স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ
পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা
মায়েদের টিকাদান সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে
    কতটুকু ভূমিকা রাখে?
পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব
পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ
জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন

খণ্ড ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সম্পাদকীয়

নির্যাস পাঠক জরিপ: মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন
ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প: পরিবেশগত একটি সমীক্ষা
মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র
ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা
আরডিপি'র মাসিক সভা: মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল: ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন

গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার: ব্র্যাকের ভূমিকা

গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার: একটি সম্ভাব্যতা যাচাই

স্বাস্থ্য বিষয়ক

জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন

ব্র্যাকের এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন

প্রসব-পূর্ব সেবায় কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনা: একটি সমীক্ষা- গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা

গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরণ

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব

পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার: মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন

পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা: মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক?

অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা

ব্র্যাকের কয়েকটি উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৭-৯৮)

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন: ব্র্যাকের পলী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন

আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী
ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা
ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা

খণ্ড ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

সম্পাদকীয়

ব্র্যাকের গবেষণা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা- একটি প্রতিবেদন

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন বিলুপ্ত হয় যে কারণে
মহিলাদের স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের উপর ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব
পরিবারে খাবার বন্টন ও লিঙ্গবৈষম্য: ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত
সদস্য খানার উপর একটি সমীক্ষা
পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের উৎস: একটি সমীক্ষা
দুঃস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা
ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পোষ্টারের বিরুদ্ধে মিছিল, প্রতিবাদ ও সমাবেশ
ভাল থাকা সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি
গ্রাম সংগঠনে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা
বাওড় এলাকায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব
ঋণ কর্মসূচি, ক্ষমতায়ন এবং জন্মনিরোধ: পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

স্বাস্থ্য বিষয়ক

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি
শালদুধের পরিবর্তে অন্য তরল খাবার দেয়ার প্রবণতা: মতলব থানার একটি চিত্র
ব্র্যাক সদস্য এবং লক্ষীভূত খানার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা
কিশোর-কিশোরীদের যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা: প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম
বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কৃমির প্রাদুর্ভাব
পুরুষ ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা নিয়ে একটি সমীক্ষা
গ্রামীণ মহিলাদের মাধ্যমে এইড্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি: ব্র্যাকের একটি পাইলট প্রকল্প

শরীরচিত্র অংকনের মাধ্যমে জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা নির্ণয়
ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্জ্য নিষ্কাশন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা

ব্র্যাকের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৮-৯৯)

১৯৯৮-এর বন্যা ও বন্যাকবলিতদের উপর ব্র্যাকের একটি ত্বরিত সমীক্ষা
আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বেজলাইন জরিপ
নতুন বসানো টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ
কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি ও সংকর প্রজাতির গবাদিপশু এবং
মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষা

খণ্ড ৮ জুলাই ২০০০

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

বাংলাদেশের গ্রামীণ শিশুদের মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: নিরাশাও নয় আত্মতুষ্টিও নয়
বিবাহ, জন্মনিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক
প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব: একটি সমীক্ষা
আয়-উৎপাদনশীল সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ: ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির ভূমিকা
বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের উপর সহিংসতা
ব্র্যাক সেন্টারের আশেপাশে মহাখালীর বস্তিবাসী: একটি সমীক্ষা
খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
খাদ্য সাহায্য ও টেকসই উন্নয়ন: ক্ষুধা নিবারণে ব্র্যাকের ভূমিকা
জনসংখ্যা কাঠামো ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনে
আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের প্রভাব: গ্রামীণ বাংলাদেশের একটি সমীক্ষা
বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য সেবিকাদের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণসমূহ
জাতীয় টিকা দিবস: জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে কি?

মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের পুষ্টি প্রকল্প
গ্রামাঞ্চলে শিশুদের অসুস্থতার ধরন: একটি সমীক্ষা
মতলব থানার বয়স্ক জনগোষ্ঠির পুষ্টিজনিত সমস্যা
কম জন্মওজন ও শিশুমৃত্যু: গ্রাম বাংলার একটি চিত্র
ব্র্যাক সদস্য ও সদস্য নয় এমন পরিবারে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন:
মতলব এলাকার একটি সমীক্ষা
স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্র্যাক কর্মসূচির প্রভাব: ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি
যৌথ গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল
গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা: একটি গ্রামীণ পটভূমি
কক্সবাজার জেলায় রিকেট্স রোগের ব্যাপকতা

খণ্ড ৯ আগস্ট ২০০১

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়ায় নতুন স্কুল চালুকরণ: সমস্যা ও বিকল্প কিছু ভাবনা
ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়ার কারণ
ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের গণিত বিষয়ে সাফল্যে লিঙ্গবৈষম্য
ব্র্যাক স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম এবং কার্যকারিতা যাচাই
ব্র্যাক স্কুলের শ্রেণীকক্ষ সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা
বাংলা পড়া ও লিখনী দক্ষতা: ব্র্যাক ও আনুষ্ঠানিক স্কুলের
শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি তুলনা
মৌলিক শিক্ষার স্তর: ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষা
সমাপনকারী শিশুদের উপর একটি জরিপ
পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচিতে ঋণদান ও কতিপয় আয়মূলক কর্মকাণ্ডের
বিনিয়োগ ব্যয় পর্যালোচনা
ব্র্যাক ঋণ-ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন: দারিদ্র্য বিমোচনে এর প্রভাব
বাওর এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন মৎসজীবী প্রকল্পের উত্তরকালীন মূল্যায়ন
ঘরের বাইরে যাতায়াত ও ক্ষুদ্রঋণ: এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক?
গ্রামীণ বাংলাদেশে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: নারীর ক্ষমতায়ন ও
প্রজননের ক্ষেত্রে ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির প্রভাব
ব্র্যাকের রেশমচাষ কর্মসূচি: ব্যয়ের নিরিখে ফলপ্রসূতা

দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে শনাক্তকরণ ও তাদের জীবনে ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির প্রভাব
আয়-মূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ: সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন
নারী নির্যাতন রোধে উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা
একজন সফল 'খোদেজার' কাহিনী
কয়েকটি নির্বাচিত গ্রামে বিভিন্ন এনজিওর মধ্যে সদস্যপদের
ওভারল্যাপ: ক্ষুদ্র ঋণ এবং গ্রামের দরিদ্রদের উপর এর প্রভাব

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ: গ্রামবাংলার একটি চিত্র
ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সুস্বাস্থ্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোড়গোড়ায় গুণগত মান সম্পন্ন সেবা
ব্র্যাকের পরিবার পরিকল্পনা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ: একটি কেস্ স্টাডি
যৌনতা, যৌন সম্পর্ক এবং প্রজনন স্বাস্থ্য: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে
ব্র্যাকভুক্ত গ্রামে জন্মনিরোধক ব্যবহারের স্থায়িত্ব: একটি পর্যালোচনা
অর্থ সংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার সুষম বন্টন: ব্র্যাক সুস্বাস্থ্যের অভিজ্ঞতা
জরুরী ধাত্রীসেবা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা: গ্রামীণ মানিকগঞ্জের চিত্র

খণ্ড ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে স্কুল গমনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা অর্জন
ব্র্যাক স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপ
বাংলাদেশে কম্যুনিটি স্কুলের অবস্থা পর্যালোচনা
ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণ
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
ইংরেজী বিষয়ের উপর জ্ঞানের মাত্রা মূল্যায়ন
সরকার নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
কর্মসূচির মূল্যায়ন
ব্র্যাক পাঠাগার ও তার সমস্যাবলী: একটি পর্যালোচনা
বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক শিক্ষার স্তর ও প্রবণতা: ১৯৯৩-১৯৯৮
কিশোর-কিশোরীদের জীবনে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব

দারিদ্র্য ও পিতৃতান্ত্রিকতায় ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা
বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি এবং জেন্ডার
সংবেদনশীল ডেটা বেস: বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্তকরণ এবং সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি
নিরূপণ: একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা
বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের মাত্রা ও নিয়ামক
ব্যয়ের নিরিখে আয়ের যথার্থতা: ব্র্যাকের কিছু কর্মসূচি নিয়ে একটি পর্যালোচনা
সরকার ও এনজিওর সম্পর্ক: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা
ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে কেন কিছু সদস্য লাভবান হতে পারছে না?
ব্র্যাক সদস্যদের জীবনে পরিবর্তন: একটি জেন্ডার প্রেক্ষিত

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের সংস্থাপন:
তৃণমূলের জন্য একটি মড্যুল
গ্রামের মহিলাদের প্রসবসংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমীক্ষা
ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি সমীক্ষা
মির্জাপুর উপজেলায় এইডস সচেতনতা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা
স্বাস্থ্য সেবিকারা কী শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ নির্ণয় করতে পারেন?
গর্ভাবস্থায় আয়রন বড়ি সেবনের প্রভাব সম্পর্কিত একটি
গবেষণা: মাঠকর্মীদের অভিজ্ঞতা
গ্রামাঞ্চলে গর্ভবতীদের রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপকতা
বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের গ্রাম ভিত্তিক পুষ্টি কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সূচকের মূল্যায়ন

খণ্ড ১১ জুলাই ২০০২

সম্পাদকীয়: ব্র্যাকের তিন দশক, একটি হালানাগাদ খতিয়ান
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য বিষয়
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

স্কুল স্থানান্তরের কারণে চাকুরী হারানো ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর একটি সমীক্ষা

গণিতে ব্র্যাক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বৈষম্যের কারণসমূহ

ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল পাশ করা শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষার স্তর ও প্রবণতা: ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত

১৯৯৫ সালে ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুল সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক স্কুলে পড়ালেখার ধারাবাহিকতা

ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের কার্যক্রম মূল্যায়ন

বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের সম্ভাবনা: কৃষকদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি আর্থ-সামাজিক মুল্যায়ন

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ ও তাদের জীবন বীমা সংক্রান্ত সমীক্ষা

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনায় ছোট ছোট বেসরকারি সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সাফল্য নিরূপণ বিষয়ক একটি উদ্‌ঘাটনী সমীক্ষা

পরিবেশের উপর ব্র্যাকের কৃষি, মৎস ও হাঁস-মুরগী পালন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দুঃস্থ মহিলাদের সাফল্য সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

গ্রাম্য কিশোর-কিশোরীদের যৌন শিক্ষা: একটি সমীক্ষা

কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক মনোভাব ও আচরণগত উৎকর্ষ সাধনে পারিবারিক জীবন ভিত্তিক শিক্ষার প্রভাব

বাংলাদেশে কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক সমস্যা নিরসন কার্যক্রমে কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা: মরণঘাতী বিপর্যয় মোকাবিলা

গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতা ও লৌহের ঘাটতি: গ্রামবাংলার একটি চিত্র

সম্পূরক খাদ্য কি কিশোরীদের মধ্যে স্কুলভিত্তিক পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে?

উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (২০০১-২০০২)

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা

জিকিউএএল কর্মসূচির প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

খণ্ড ১২ জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

নির্বাচিত কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ব্র্যাক গ্রাজুয়েটদের ধারণা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষের অবস্থা
নবজাত শিশুর মৃত্যু রোধে উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা
নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান: ইফ্যাপ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কিছু অভিমত
বিভিন্ন এনজিওর মধ্যে সদস্যপদ ওভারল্যাপের ধরন
বাংলাদেশে তামাক চাষ: এর বিকল্প কি?
ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের স্থায়িত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিকতা
ব্র্যাকের ভূট্টা চাষ কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন
বাংলাদেশে কম্যুনিটি ক্লিনিকের অবস্থা পর্যালোচনা
গ্রামীণ স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কে ব্র্যাক কর্মসূচির প্রভাব: একটি গ্রাম সমীক্ষা
আর্সেনিক দূষিত এলাকায় বিকল্প পানির উৎস সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া
বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার: মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান, আচরণ ও ধারণা
গর্ভবতী মহিলাদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিরতিতে আয়রন বড়ি সেবনের কার্যকারিতা